বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

[Global Citizenship Education (GCED) Manual (Training Guidelines)]

নভেম্বর, ২০২৪

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ

কারিগরি সহায়তায়:

UNESCO
unesco
Centre
Under the auspices
of UNESCO

APCEIU
Asia-Pacific Centre of
Education for
International Understanding
유네스코 아시아태평양 국제이해교육원

প্রধান উপদেষ্টা [Chief Adviser]

মোছাঃ নূরজাহান খাতুন, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সমন্বয়ক [Co-ordination]

প্রফেসর ড. এ. কে. এম রিয়াজুল হাসান, চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

মোঃ আসাদুজ্জামান, যুগ্মসচিব (বিদ্যালয়), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

মোঃ মাহবুবুর রহমান বিল্লাহ, পরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রফেসর মোঃ গোলাম মোস্তফা, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিরীন আক্তার, প্রোগ্রাম (শিক্ষা), ইউনিস্কো, ঢাকা অফিস, বাংলাদেশ

প্রণয়ন ও সম্পাদনা [Development]

মোঃ দুলাল মিয়া, শিক্ষা অফিসার, প্রশিক্ষণ বিভাগ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

মাহবুবুর রহমান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

প্রকাশকাল [Published Year]

নভেম্বর, ২০২৪

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	অধিবেশন শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১.	রেজিস্ট্রেশন, উদ্বোধন এবং প্রশিক্ষণ পরিচিতি	
২.	বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা	
৩.	বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার মূল থিম	
৪.	পাঠ্যপুস্তক ও বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার মূল থিমসমূহ অন্তর্ভূক্ততা	
৫.	বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার ম্যাপিং রিপোর্ট	
৬.	শিখন শেখানো কার্যক্রমে বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্তকরণ	
৭.	মাইক্রো টিচিং	
৮.	মুক্ত আলোচনা এবং সমাপনী	

অধিবেশন পরিকল্পনা

<table>
<tr><th>দিন</th><th>০৯:০০ - ০৯:৩০</th><th>০৯:৩০ - ১১:০০</th><th>১১:০০ – ১১:৩০</th><th>১১:৩০ - ০১:০০</th><th>০১:০০ - ০২:১৫</th><th>০২:১৫- ০৩:৪৫</th><th>০৩:৪৫ - ০৪:০০</th><th>০৪:০০ - ০৫.০০</th></tr>
<tr><td rowspan="2">দিন-১</td><td colspan="2" rowspan="2">রেজিস্ট্রেশন, উদ্বোধন এবং প্রশিক্ষণ পরিচিতি</td><td rowspan="3">চা বিরতি</td><td>বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা</td><td rowspan="3">মধ্যাহ্ন বিরতি</td><td>বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার মূল থিম</td><td rowspan="3">চা বিরতি</td><td>পাঠ্যপুস্তক ও বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার মূল থিমসমূহ অন্তর্ভূক্ততা</td></tr>
<tr><td rowspan="2">শিখন শেখানো কার্যক্রমে বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্তকরণ</td><td rowspan="2">মাইক্রো টিচিং</td><td rowspan="2">মুক্ত আলোচনা এবং সমাপনী</td></tr>
<tr><td>দিন-২</td><td>রিক্যাপ</td><td>বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার ম্যাপিং রিপোর্ট</td></tr>
</table>

অধিবেশন-১	প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণার্থী পরিচিতি

শিখনফল: এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রশিক্ষণার্থীগণ পরিচয় প্রদানের মাধ্যমে জড়তামুক্ত প্রশিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবেন;
খ. প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য অবশ্য প্রতিপালনীয় নিয়মাবলি নির্ধারণ করতে পারবেন;
গ. প্রশিক্ষণের প্রত্যাশা ব্যক্ত করতে পারবেন;
ঘ. প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বলতে পারবেন।

সময়: ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: একক কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন

উপকরণ: ভিপ কার্ড, ভিডিও, মাল্টিমিডিয়া, পিপিটি, হ্যান্ড আউট

অংশ-ক	রেজিস্ট্রেশন ও উদ্বোধন	সময়- ৩০ মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীগণের সাথে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু করুন। রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় শীট বা রেজিস্ট্রেশন খাতা প্রদান করুন। সবাইকে স্বল্প সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে বলুন।
২. উদ্বোধন কার্যক্রম শুরু করুন। অতিথিগণের বক্তৃতা পর্ব শেষ করুন।
৩. এরপর প্রধান অতিথির আলোচনা/বক্তৃতা শেষে উদ্বোধন করতে বলুন।

অংশ-খ	পরিচিতি	সময়- ২০ মিনিট

১. প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে তাদের নিজেদের মধ্যে পরিচিত হবেন। আইস ব্রেকিং-এর জন্য প্রশিক্ষক যেকোনো একটা পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। যেমন, **পরিচয় সংগ্রহকরণ প্রতিযোগিতা**।

- প্রতিযোগিতার নিয়মাবলি:
  - এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একজন প্রশিক্ষণার্থী যত বেশি সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীর তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন তিনি বিজয়ী হবে।
  - সময় ৫ মিনিট
  - কি কি তথ্য সংগ্রহ করবে (নাম, পদবী, কর্মস্থল, শিক্ষা, পরিবার, পছন্দ, নিজের একট গুনের নাম)
  - একজনের তথ্য একজনই নিতে পারবে।
  - যার তথ্য কেউ নিয়েছে, সে আর অন্য কাউকে তথ্য দিতে পারবে না।

২. এবার তাদের জিজ্ঞেস করুন কে সবচেয়ে বেশি তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে। যে বেশি সংখ্যক তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে সে এক এক করে পরিচয় উপস্থাপন করবেন। যার পরিচয় উপস্থাপন করবেন তাকে সামনে ডেকে পাশে দাঁড়াতে বলবেন। এরপর ক্রমান্বয়ে অন্য তথ্য সংগ্রহকারীগণ তাদের পরিচয় দিবেন। সবশেষে কেউ বাদ পড়লে তার পরিচয় প্রশিক্ষক তাকে সামনে ডেকে এনে পরিচয় করিয়ে দিবেন।
৩. এভাবে সবার পরিচয় প্রদান শেষ হলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরিচয় পর্ব শেষ করুন।

অংশ-গ	প্রশিক্ষণকক্ষে পালনীয় নিয়মাবলী নির্ধারণ	সময়- ১০ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যেককে যার যার খাতায় বা নোটবুকে প্রশিক্ষণকক্ষে পালনীয় ২টি করে নিয়মাবলি লিখতে বলুন।
২. লেখা শেষ হলে একজন একজন করে বলতে বলুন। একজন প্রশিক্ষণার্থীকে একটি একটি করে বোর্ডে লিখতে বলুন। কোনো লেখার পুনরাবৃত্তি হলে সেটা এড়িয়ে যেতে বলুন।
৩. একজন প্রশিক্ষণার্থীকে বিরতির সময় বা কোন সুবিধাজনক সময়ে নিয়মাবলী পোস্টারে লিখে প্রশিক্ষণকক্ষের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখার নির্দেশনা দিন।

অংশ-ঘ	প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যাশা	সময়- ১৫ মিনিট

১। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যেককে একটি করে ভিপ কার্ড বিতরণ করুন।
২। এই প্রশিক্ষণ থেকে তারা কী কী শিক্ষণীয় বিষয় প্রত্যাশা করেন তা ভিপ কার্ডে লিখতে বলুন। প্রত্যাশাগুলো ৩C অনুসরণ করে লিখতে বলুন। (C- Clear, C- Concise, C- Concrete)
৩। কার্ডগুলো সংগ্রহ করুন।
৪। এবার কার্ডগুলো একটি একটি করে পড়ে শোনান এবং বোর্ডে পিন দিয়ে আটকে দিন।
৫। একই ধরনের প্রত্যাশা একাধিকবার উল্লেখ করা হলে সেগুলোকে আলাদা করে রাখুন।

এই প্রত্যাশাগুলো যাতে পূরণ করা সম্ভব হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন এবং প্রশিক্ষণের শেষে সেশনে এই প্রত্যাশাগুলো পূরণ হয়েছে কিনা তা পুনরালোচনা করুন। মনে রাখবেন, অংশগ্রহণকারীগণ এমন কিছু প্রত্যাশা উল্লেখ করতে পারেন যেগুলো এই প্রশিক্ষণে পরণ করা সম্ভব নয়। সেগলো ভবিষ্যতের জন্য সপারিশ হিসেবে রাখা যেতে পারে।

অংশ-ঙ	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য	সময়- ১০ মিনিট

- প্রশিক্ষক এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করবেন। একটা একটা করে উদ্দেশ্য প্রদর্শন করে **(সহায়ক তথ্য)** সেটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করবেন। অংশগ্রহণকারীদেরও মতামত দেওয়ার সুযোগ প্রদান করুন।

অংশ-চ	সার-সংক্ষেপকরণ এবং সমাপ্তি	সময়- ০৫ মিনিট

১. প্রশিক্ষণের প্রথম সেশনের একটি করে উল্লেখযোগ্য দিক অংশগ্রহণকারীদের তুলে ধরতে বলুন।
২. কয়েকজনের উত্তর শুনুন এবং সারসংক্ষেপ করে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-১: প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণার্থী পরিচিতি

প্রশিক্ষণকক্ষে পালনীয় নিয়মাবলী

১. **সময়নিষ্ঠ হওয়া**: নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক। দেরি না করে প্রশিক্ষণকক্ষে প্রবেশ করা।
২. **পোশাক পরিচ্ছন্নতা**: প্রশিক্ষণকক্ষে শালীন ও পরিপাটি পোশাক পরিধান করা।
৩. **মোবাইল ব্যবহার**: প্রশিক্ষণের সময় মোবাইল ফোন সাইলেন্ট মোডে রাখা। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মোবাইল ব্যবহার না করা।
৪. **নিরবতা বজায় রাখা**: প্রশিক্ষণ চলাকালীন অপ্রয়োজনীয় কথা না বলা এবং নিরবতা বজায় রাখা আবশ্যক।
৫. **শ্রদ্ধাশীল আচরণ**: প্রশিক্ষক ও সহকর্মীদের সাথে সদাচরণ ও শ্রদ্ধাশীল আচরণ করা।
৬. **মনোযোগ সহকারে শ্রবণ**: প্রশিক্ষক যা বলছেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি নোট করে রাখা।
৭. **প্রশ্ন করা ও অংশগ্রহণ করা**: প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে প্রশ্ন করা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।
৮. **পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা**: প্রশিক্ষণকক্ষ এবং আশেপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।
৯. **নির্দেশ মেনে চলা**: প্রশিক্ষণকক্ষের সকল নিয়ম-কানুন এবং প্রশিক্ষকের নির্দেশ মেনে চলা বাধ্যতামূলক।
১০. **সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব**: সহকর্মীদের সহযোগিতা করা এবং দলগত কাজের ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে কাজ করা।

এই নিয়মগুলো অনুসরণ করে প্রশিক্ষণকক্ষে একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ এবং শিক্ষণীয় পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ:

১. বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান;
২. পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার সম্পৃক্তকরণ কৌশল চিহ্নিতকরণ;
৩. শিখন-শেখানো কার্যাবলীতে বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার ধারণার প্রয়োগ অনুশীলন;
৪. শিক্ষার্থীদের বিশ্ব নাগরিকত্ব তৈরিতে শিক্ষকগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান।

অধিবেশন-২	বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক) GCED এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ) GCED এর বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন;
গ) GCED সম্পর্কিত বিশ্ব সমস্যা, চ্যালেঞ্জ এবং সমাধান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
ঘ) GCED এর গুরুত্ব চিহ্নিত করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘণ্টা
পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, আলোচনা ও প্রদর্শন
উপকরণ: পিপিটি, হ্যান্ডআউট, ভিডিও ক্লিপ, পোস্টার পেপার, মার্কার, মার্কার বোর্ড ও পুশপিন বোর্ড

অংশ-ক	GCED এর ধারণা ও বিষয়বস্তু	সময়- ২৫ মিনিট

১. স্বাগত জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। পূর্ববর্তী সেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রত্যাশা হতে কয়েকটি প্রত্যাশা পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে দেখান। (যেগুলো GCED এর বিষয়বস্তুর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত) এবার সকলের উদ্দেশ্যে বলুন, চলুন আপনাদের এই প্রত্যাশার আলোকে আমরা GCED এর বিষয়বস্তুগুলো আলোচনা করি।

১. GCED কী? GCED এর বিষয়বস্তুসমূহ কী?

২. পয়েন্ট আঁকারে বোর্ডে লিখুন।
৩. **সহায়ক তথ্যপত্র (অংশ-ক)** এর আলোকে পাওয়ার পয়েন্টে স্লাইড তৈরি করে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন। এক্ষেত্রে GCED এর প্রধান বিষয়বস্তু: পরিবেশ, সাংকৃতিক বৈচিত্র্য, শান্তি, মানবাধিকার, টেকসই উন্নয়ন ইত্যাদি। প্রতিটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও এর প্রাসঙ্গিকতা বোঝাতে সংশ্লিষ্ট কিছু ছবি বা ভিডিও স্লাইডে প্রদর্শন করুন।

অংশ-খ	GCED সম্পর্কিত বিশ্ব সমস্যা, চ্যালেঞ্জ এবং সমাধান	সময়- ৩৫ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের ৫টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলকে সহায়ক তথ্য ০২ (অংশ-খ) এর (বিশ্ব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ) ফটোকপি সরবরাহ করুন। এক্ষেত্রে সমাধান অংশটি আপনার কাছে রাখুন। দলে আলোচনা করে খাতায় নোট রাখতে বলুন এবং সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের বিপরীতে সম্ভাব্য সমাধান কী কী হতে পারে তার একটি দলীয় উপস্থাপনা তৈরি করতে বলুন।
২. দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত একটি দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন এবং অন্য তিনটি দলকে মিলিয়ে নিতে বলুন।
৩. এবার সহায়ক তথ্য ০২ (অংশ-খ) এর (সমাধান) অংশটির তথ্য সংবলিত পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডটি (পূর্বেই তৈরিকৃত) প্রদর্শন করুন এবং উপস্থাপনের সময় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধারণা মিলিয়ে নিতে বলুন এবং কোথাও অস্পষ্টতা থাকলে তা স্পষ্ট করুন।

অংশ-গ	GCED এর গুরুত্ব	সময়- ২৫ মিনিট

১. সরবরাহকৃত লিংক থেকে ভিডিওটি প্রদর্শন করুন।
২. অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
৩. এবার ভিডিওর আলোকে GCED কেন গুরুত্বপূর্ণ তা সহায়ক তথ্য ০২ (অংশ-খ) এর সহায়তা নিয়ে ব্যাখ্যা করুন।
৪. GCED এর উদ্দেশ্য, বিশ্ব নাগরিকত্ব কীভাবে স্থানীয় এবং বিশ্ব সমস্যা সমাধানে সহায়ক হতে পারে তা আলোচনা করুন। (এ সম্পর্কে একটি স্লাইড যুক্ত করতে পারেন)

অংশ-ঘ	সার-সংক্ষেপকরণ এবং সমাপ্তি	সময়- ০৫ মিনিট

১. অধিবেশন সম্পর্কে প্রশিক্ষর্ণাথীগণের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া জানুন এবং আলোচিত বিষয়গুলোর সাথে অধিবেশনের শিখনফলসমূহ মিলিয়ে দেখুন।
২. সবশেষে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-২: বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা

অংশ-ক: GCED এর ধারণা ও বিষয়বস্তু

বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা/Global Citizenship Education (GCED)

'শিক্ষা আমাদেরকে এমন একটি গভীর উপলব্ধিতে উপনীত করে যে, আমরা যেন সবাই একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত একটি বিশ্ব সম্প্রদায় এবং আমাদের চ্যালেঞ্জগুলোও পরাপের সংযুক্ত।"

- বান কি মুন, জাতিসংঘের মহাসচিব

বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা একটি ক্রম বিকাশমান ধারণা। বিশ্ব প্রেক্ষাপটে 'নাগরিকত্ব-এর ধারণা অতীতেও রাষ্ট্রীয় সীমারেখা অতিক্রম করেছে কিন্তু বিশ্ব পটভূমিকার পরিবর্তনের সাথে আন্তর্জাতিক চুক্তি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সংস্থা, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ইত্যাদির কর্মকান্ড ও তৎপরতার ফলে ক্রমশ তা বিশ্বজনীন হয়ে উঠছে।

'বিশ্ব নাগরিকত্ব' ধারণাটি একটি বিশাল সম্প্রদায় ও মানবিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধারণা পারস্পরিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্ভরশীলতা ও আন্তঃসম্পর্ককে প্রাধান্য দেয়, যা একই সাথে আঞ্চলিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা হলো বিশ্বব্যাপী সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে মানুষকে সচেতনতা বৃদ্ধি করে সমস্যা সমাধানে অবদান রাখার জন্য প্রস্তুত করা যা মানুষকে বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচার, সাম্য এবং টেকসই স্থায়িত্বের জন্য কাজ করতে উৎসাহিত করে। (UNESCO, ২০১৫, p. ৯)

ভিডিও লিংক:
১। https://www.youtube.com/watch?v=5rbiOGs4AOM
২। https://www.youtube.com/watch?v=uLeREqPKR08
এছাড়া ডিপিই এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে বাংলা ভাষায় এই সম্পর্কিত ভিডিও আপলোড করা আছে।

বিশ্ব নাগরিকত্ব ক্রমবিকাশের সাথে সাথে বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার উপরও গুরুত্ব বেড়েছে এবং এর শিক্ষানীতি, শিক্ষণ ও শিখন পাঠ্যক্রম চালু হচ্ছে। বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা মূলত তিনটি মৌলিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত, যা বিভিন্ন সংজ্ঞা ও আলোচনায় একই রকম পরিলক্ষিত হয়। এই মৌলিক ধারণাচক্রে সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review), ভাবগত কাঠামো পদ্ধতি ও শিক্ষানীতি এবং কারিগরি পরামর্শ ইত্যাদি ইউনেস্কোর সাম্প্রতিক কার্যাবলীতে বিশেষ অবদান রাখছে এবং তাতে বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা ও তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, যোগ্যতা, শিখনমান নিরুপণ পদ্ধতিতে প্রাধান্য পায়। মূল ভাবধারাগুল্যে তিনটি শিক্ষাক্ষেত্রের উপর প্রতিষ্ঠিতঃ

১। বুদ্ধিবৃত্তিক (Cognitive)
২। সামাজিক-আবেগীয় (Socio-emotional)
৩। আচরণগত (Behavioral)

এগুলো আন্তঃসম্পর্কিত এবং নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার মূল ডোমেইন বা ক্ষেত্র

বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার ডোমেইন বা ক্ষেত্র তিনটি:

বুদ্ধিবৃত্তিক (Cognitive)

জ্ঞান, বোঝাপড়া, বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাশীলতা (Critical Thinking) চর্চা করা হয় যার মাধ্যমে স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ আলোকপাত করা হয়।

- শিক্ষার্থীদের পৃথিবী ও তার জটিল কার্যপ্রণালী বুঝার মতো জ্ঞান ও চিন্তা ক্ষমতা থাকতে হবে।

সামাজিক-আবেগীয় (Socio-emotional)

মানবিকতা, মূল্যবোধ, দায়িত্বশীলতা, একাত্মতা এবং পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা করা হয়।

- শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সম্প্রীতি বজায় রেখে একসাথে বসবাসের জন্য মূল্যবোধ আচরণ ও দক্ষতা অর্জন করবে যা তাদেরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে গড়ে তুলবে।

আচরণগত (Behavioral)

কার্যকর ও দায়িত্বশীলভার সঙ্গে কীভাবে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি ও টেকসই উন্নয়নে কাজ করা যায় তার চর্চা করা হয়।

- শিক্ষার্থীরা স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ ও টেকসই বিশ্ব গড়ার জন্য দায়িত্বশীলভাবে চালচলন, কর্মদক্ষতা, বাস্তবে প্রয়োগ ও ব্যবহার করবে।

GCED এর প্রতিটি ডোমেইনের দুইটি করে শিখনফল রয়েছে।

১. বুদ্ধিবৃত্তিক (Cognitive)

১. শিক্ষার্থীরা স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে অবগত হবে এবং বিভিন্ন দেশ ও জনগণের পারস্পরিক যোগাযোগ ও নির্ভরশীলতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবে।

২. শিক্ষার্থীরা জটিল ও বিশ্লেষণধর্মী দক্ষতা লাভ করবে।

২. সামাজিক-আবেগীয় (Socio-emotional)

১. শিক্ষার্থীদের মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করতে উদ্যোগ নেওয়া হবে যাতে তাদের মধ্যে একে অপরের জন্য ত্যাগ ও দায়িত্বশীলতা তৈরি হয়।

২. শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা, সংহতি ও শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হবে যাতে তারা বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে মেনে নেওয়ার মানসিকতা অর্জন করবে।

৩. আচরণগত (Behavioral)

১. শিক্ষার্থীরা স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ ও টেকসই বিশ্ব গড়ার জন্য কার্যকর ও দায়িত্বশীলভাবে কাজ করবে।

২. শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ইচ্ছা ও প্রেষণা জন্মলাভ করবে।

GCED এর ডোমেইনভিত্তিক বৈশিষ্ট্য

প্রতিটি ডোমেইন এর কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

১. বুদ্ধিবৃত্তিক (Cognitive)

তথ্যাভিজ্ঞ ও বিশ্লেষণধর্মী সাক্ষর (Informed and Critically Literate)

1. Know about local, national and global issues, governance systems and structures
2. Understand the interdependence and connections of global and local concerns
3. Develop skills for critical inquiry and analysis

২. সামাজিক-আবেগীয় (Socio-emotional)

সামাজিকভাবে সম্পৃক্ত ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল (Socially Connected and Respectful of Diversity)

1. Cultivate and manage identities, relationships and feelings of belongingness
2. Share values and responsibilities based on human rights
3. Develop attitudes to appreciate and respect differences and diversity

৩. আচরণগত (Behavioral)

নৈতিকভাবে দায়িত্বশীল এবং নৈতিক জীবনে অভ্যস্ত (Ethically Responsible and Engaged)

1. Enact appropriate skills, values, beliefs and attitudes
2. Demonstrate personal and social responsibility for a peaceful and sustainable world
3. Develop motivation and willingness to care for the common good

GCED এর বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১. বুদ্ধিবৃত্তিক (Cognitive)

১. Local, national and global issues, governance systems and structures (স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কাঠামো)

২. Issues affecting interaction and connectedness of communities at local, national and global levels (যেসব সমস্যা স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তজার্তিক পর্যায়ে সমন্বয়কে প্রভাবিত করে)

৩. Underlying assumptions and power dynamics (আন্তর্নিহিত ধারণা ও ক্ষমতার প্রবাহ)

২. সামাজিক-আবেগীয় (Socio-emotional)

৪. Different levels of identity (বিভিন্ন পর্যায়ের পরিচয়)

৫. Different communities people belong to and how these are connected (বিভিন্ন দলের জন্যগণ কীভাবে একসাথে থাকে ও তাদের মধ্যকার সম্পর্ক)

৬. Difference and respect for diversity (বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা)

৩. আচরণগত (Behavioral)

৭. Actions that can be taken individually and collectively (ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ)

৮. Ethically responsible behaviour (নৈতিক দায়শীলতা)

৯. Getting engaged and taking action (সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত হওয়া)

বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল একটি রূপান্তরমুখী শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা, যা শিক্ষার্থীর জ্ঞান দক্ষতা আচরণগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে; যার মাধ্যমে সে একটি ন্যায় ও শান্তিপূর্ণ পৃথিবী তৈরিতে অবদান রাখবে। এটি এমন একটি বহুমাত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা, যা বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় হতে ধারণা ও পদ্ধতি ব্যবহার করে কাজ করে। যেমন মানবাধিকার, শান্তি, টেকসই উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক শিক্ষা ইত্যাদি হতে উপকরণ সংগ্রহ করে। এখানে জীবনব্যাপী শিক্ষা (Lifelong Learning) অনুসরণ করা হয়, যা শৈশব হতে শুরু হযে সকল শিক্ষাস্তরসমূহ জুড়ে সাবালক হওয়া পর্যন্ত চলমান থাকে এবং যা প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যক্রমের বাইরে বাড়তি জ্ঞানার্জন: প্রচলিত ও অপ্রচলিত উভয় পদ্ধতিকেই সমান গুরুত্ব দেয়।

বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা শিক্ষার্থীর মাঝে নিম্নোক্ত পরিবর্তন সাধন করে:

- এ শিক্ষা বিশ্ব শাসন ব্যবস্থা, নাগরিকত্ব অধিকার ও দায়িত্বশীলতা এবং বিশ্ব সমস্যার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কারণ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে;
- এর মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, জেন্ডারের মাঝে অভিন্ন মানবিক গুণাবলী অনুধাবন করা যায় এবং ভিন্নতাকে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি হয়;

- এ শিক্ষা বিবেচনাধর্মী দক্ষতা (Critical skills) তৈরি করে; যেমন বিবেচনাধর্মী প্রশ্নকরণ, তথ্য প্রযুক্তিতে পারদর্শিতা, প্রচার মাধ্যমের জ্ঞান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা, সমস্যা নিষ্পত্তিকরণ, আপোস-আলোচনা, শান্তি প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ববোধ তৈরি করে;
- এ শিক্ষা বিভিন্ন বিশ্বাস ও মূল্যবোধের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মানসিকতা তৈরি করে যা বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে; যার ফলে ন্যায়বিচারের পথ প্রশস্ত হয়;
- এ শিক্ষা অন্যের প্রতি যত্নশীল, সহমর্মী এবং পরিবেশ ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে;
- এ শিক্ষা সততা ও ন্যায়বিচারের মূল্যবোধ এবং বিবেচনাধর্মী দক্ষতা তৈরি করে। জেন্ডারভিত্তিক, সামাজিক স্তর, সংস্কৃতি, ধর্ম, বয়সের মাঝে বৈষম্য উপলব্ধি করা যায়;
- এ শিক্ষা সমকালীন বিশ্ব সমস্যা বিষয়ে অবগত করে এবং দায়িত্বশীল সমাধানে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে;

জেন্ডারসমতা নিশ্চিতকারণ: বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে যা ইউনেস্কোর অন্যতম প্রাধান্যসূচক লক্ষ্য। বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল মানবাধিকার ও জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ। বিপরীত জেন্ডারের গ্রভি কীভাবে আচরণ ও ব্যবহার করতে হয় তা ছেলে মেয়েরা বিদ্যালয়ে এবং বাড়িতে শিখে। এ শিক্ষা এভাবে জ্ঞান বিকাশ, দক্ষতা ও আচরণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করে; তরুণ-তরুণীদের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে সহায়তা করে। ফলে সমাজে নির্বিশেষে জেন্ডার অসমতা দূর হয়।

বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার বিষয়বস্তু

গ্লোবাল সিটিজেনশিপ এডুকেশন (GCED) শিক্ষার্থীদের একটি বিশ্ব নাগরিকত্ব হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। GCED এর বিষয়বস্তু ও থিমগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ, জ্ঞান, দক্ষতা, এবং সচেতনতা অর্জন করতে সাহায্য করা হয়, যা একটি শান্তিপূর্ণ, টেকসই এবং ন্যায়ভিত্তিক বিশ্ব গঠনে অবদান রাখে। এখানে GCED-এর বিষয়বস্তুসহ থিমগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. মানবাধিকার শিক্ষা
শিক্ষার্থীদের মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা এবং বিভিন্ন সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণা শেখানো। এটি তাদের নিজ অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করে, যেন তারা বৈষম্য এবং অন্যায়কে চ্যালেঞ্জ করতে পারে।
উদাহরণ: মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ, সমাজে সকলের জন্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা।

২. শান্তি ও সংঘাত নিরসন
শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান ও সংঘাত নিরসনের কৌশল শেখানো। এটি তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বোঝাপড়া, এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মানসিকতা তৈরি করে।
উদাহরণ: সমস্যার সমাধানে আলোচনা ও সমঝোতা, ভিন্ন মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা।

৩. সামাজিক ন্যায়বিচার ও অন্তর্ভুক্তি
এটি শিক্ষার্থীদের সামাজিক নীতি ও ব্যবস্থায় যে সকল বৈষম্য ও অন্যায় রয়েছে, তা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। তারা শিখে কীভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরে সমান অধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়। বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, এবং সাংস্কৃতিক পটভূমির মানুষকে সম্মান করার এবং সবার প্রতি অন্তর্ভুক্তির মানসিকতা গড়ে তোলে। শিক্ষার্থীরা বৈচিত্র্যকে শ্রদ্ধা করতে এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটকে উপলব্ধি করতে শিখে।
উদাহরণ: বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলা, সাম্য প্রতিষ্ঠায় অংশ নেওয়া।

৪. পরিবেশ এবং টেকসই উন্নয়ন
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs) নিয়ে কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করে। এর মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, পরিবেশ রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করা। শিক্ষার্থীদের পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল হতে এবং টেকসই জীবনযাপন সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এটি পৃথিবী রক্ষা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করে।
উদাহরণ: পুনর্ব্যবহার করা, প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো, পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা প্রচার করা।

৫. সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক বোঝাপড়া
শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সম্মান করার ধারণা তৈরি করে। তারা শিখে কীভাবে বৈচিত্র্যের মাঝে সাদৃশ্য খুঁজে পেতে হয় এবং অন্যান্য সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হয়। এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগ দক্ষতা তৈরি করে। বিভিন্ন ভাষা, রীতি-নীতি, এবং বিশ্বাসের প্রতি সহানুভূতি ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
উদাহরণ: ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি, তাদের রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে সম্মান করা।

৬. বৈশ্বিক ইস্যু এবং নাগরিকত্ব দায়িত্ব
শিক্ষার্থীদের দারিদ্র্য, অভিবাসন, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, এবং ডিজিটাল সাক্ষরতার মতো বিশ্ব ইস্যু সম্পর্কে সচেতন করা। এটি বৈশ্বিক ইস্যুগুলোর সমাধানে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। বিশ্ব নাগরিকত্ব হিসেবে নিজেদেরকে বিশ্ব সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে দেখার মানসিকতা তৈরি করে। শিক্ষার্থীরা বিশ্বজুড়ে শান্তি এবং সংহতি বজায় রাখার জন্য একসাথে কাজ করতে শিখে।
উদাহরণ: বিশ্বব্যাপী চলমান সামাজিক ইস্যুগুলোতে অবদান রাখা, পরিবেশ রক্ষায় স্থানীয় উদ্যোগে অংশগ্রহণ করা।

৭. ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং বিশ্ব মিডিয়া সচেতনতা
প্রযুক্তি এবং তথ্য ব্যবস্থার ব্যাপক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে। শিক্ষার্থীরা ডিজিটাল মাধ্যমগুলোতে নিরাপদ এবং দায়িত্বশীল আচরণ শিখে। বিভিন্ন ধরনের মিডিয়ার সাথে পরিচিত হয়ে শিক্ষার্থীরা বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ এবং তথ্য ভাগাভাগির ক্ষেত্রে সমালোচনামূলক চিন্তা তৈরি করতে সক্ষম হয়।
উদাহরণ: নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহার, তথ্যের সত্যতা যাচাই করে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা।

৮. অর্থনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব এবং নেতৃত্ব
সমাজ এবং বিশ্বের উন্নতিতে দায়িত্বশীল আচরণ এবং নেতৃত্বের গুণাবলী তৈরি করা। শিক্ষার্থীরা সমাজের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং বিশ্বে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য উৎসাহিত হয়।
উদাহরণ: স্থানীয় সমস্যার সমাধানে নেতৃত্ব দেওয়া, মানুষের কল্যাণে কাজ করা।

৯. সহমর্মিতা (Empathy)
গ্লোবাল সিটিজেনশিপ এডুকেশন (GCED) এবং সহমর্মীতা (Empathy) একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত দুটি ধারণা, যা একসঙ্গে শিক্ষার্থীদের একজন দায়িত্বশীল, সহমর্মী, এবং সক্রিয় বিশ্ব নাগরিকত্ব হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এই দুইটির সংমিশ্রণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহমর্মী আচরণ ও বিশ্ব সমস্যার প্রতি দায়িত্বশীল মনোভাব গড়ে তোলে। GCED-এর মূল লক্ষ্য হলো এমন নাগরিকত্ব তৈরি করা, যারা বিশ্ব সমস্যা সম্পর্কে সচেতন এবং যারা পৃথিবীর উন্নতিতে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখতে আগ্রহী। এম্প্যাথি বা সহানুভূতি হলো GCED-এর একটি মৌলিক উপাদান যা শিক্ষার্থীদের অন্যের দুঃখ-কষ্ট এবং সমস্যাকে বুঝতে ও তাদের জন্য সহায়তার মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়ক।

উদাহরণ: জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতির শিকার মানুষদের প্রতি সহমর্মী হওয়া
এখানে সহানুভূতি (Empathy) এর ভূমিকা হলো, শিক্ষার্থীরা কল্পনা করতে পারে যে, এমন পরিস্থিতিতে মানুষ কেমন কষ্টে আছে। তারা তাদের দুঃখ ও সংগ্রাম বুঝতে পারে এবং সহমর্মিতা মাধ্যমে তাদের সাহায্য করার জন্য সচেষ্ট হয়। এটি তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের প্রতি মানবিক আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের পুনর্বাসনে অবদান রাখতে আগ্রহী করে তোলে। যার ফলে ব্যক্তিগত পদক্ষেপ হিসেবে এই সহমর্মিতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা স্থানীয় বা বিশ্ব পরিবেশ-সংক্রান্ত উদ্যোগে অংশগ্রহণ করতে পারে, যেমন:

- বৃক্ষরোপণ করা,
- পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো,
- পুনর্ব্যবহারযোগ্য পণ্য ব্যবহার করা,
- এবং প্লাস্টিক বর্জনের জন্য প্রচার চালানো।

এইভাবে, GCED শিক্ষার্থীদের একটি দায়িত্বশীল বিশ্ব নাগরিকত্ব হতে শেখায় এবং সহমর্মীতা (Empathy) তাদেরকে পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা এবং অন্যের প্রতি সহমর্মী হবার শক্তি তৈরি করে।

GCED এর এই থিম ও বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়চারভিত্তিক, এবং টেকসই বিশ্বের জন্য দায়িত্বশীল নাগরিকত্ব হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক। এটি শিক্ষার্থীদের বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলে এবং তাদের সক্রিয় ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

অংশ-খ: GCED সম্পর্কিত বিশ্ব সমস্যা, চ্যালেঞ্জ এবং সমাধান

GCED সম্পর্কিত বিশ্ব সমস্যা, চ্যালেঞ্জ ও সমাধান

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

গ্লোবাল সিটিজেনশিপ এডুকেশন (GCED) বাস্তবায়নের পথে বেশ কিছু বিশ্ব সমস্যা রয়েছে। এসব সমস্যা GCED-এর মূল লক্ষ্য অর্জনে বাধা সৃষ্টি করছে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশ্ব সচেতনতা, সহমর্মি, এবং দায়িত্বশীলতা তৈরি করতে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিচ্ছে। নিচে GCED সম্পর্কিত প্রধান বিশ্ব সমস্যাগুলো তুলে ধরা হলো:

১. জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত সংকট

জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ু দূষণ, বন্যা, খরা, এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় বিশ্বজুড়ে মারাত্মক পরিবেশগত সংকট তৈরি করেছে। এর ফলে বিশ্ব নাগরিকত্ব সচেতনতা জরুরি হয়ে পড়েছে। জলবায়ু সংকট বিষয়ে সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ জাগাতে GCED-এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, কিন্তু এটি অনেক অঞ্চলে অগ্রাধিকার পাচ্ছে না।

২. দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্য

বহু দেশে এখনো চরম দারিদ্র্য এবং বৈষম্যের কারণে শিক্ষার সুযোগ সীমিত। আর্থিক অভাব, খাবার এবং বিশুদ্ধ পানির অভাব শিক্ষার্থীদের জীবন ও শিক্ষার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে GCED-এর মত শিক্ষাক্রম ও সচেতনতা তৈরিতে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হচ্ছে।

৩. শরণার্থী সংকট এবং অভিবাসন

যুদ্ধ, সংঘাত, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হাজার হাজার মানুষ শরণার্থী হতে বাধ্য হচ্ছে। শরণার্থী শিক্ষার্থীরা সাধারণত তাদের শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদের বিশ্ব নাগরিকত্ব বিষয়ে শিক্ষার সুযোগও সীমিত থাকে, যা GCED-এর বাস্তবায়নকে কঠিন করে তোলে।

৪. যুদ্ধ ও সংঘাত

বিশ্বের অনেক অঞ্চলে যুদ্ধ ও সংঘাত চলছে, যা GCED-এর প্রধান অন্তরায়। সংঘাতপূর্ণ এলাকায় শিক্ষার্থীরা শান্তি, সহমর্মি এবং বিশ্ব সচেতনতা নিয়ে শিক্ষা গ্রহণে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। অনেক সময় স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস হয়ে যায়, ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহনশীলতা ও মানবিকতা গড়ে তোলা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

৫. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং সহিষ্ণুতার অভাব

বিভিন্ন সংস্কৃতি, ধর্ম, ও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য এবং মতবিরোধ অনেক সময় সংঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। GCED এই বৈচিত্র্যকে শ্রদ্ধা করার শিক্ষা দিলেও অনেক অঞ্চলে এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করা চ্যালেঞ্জপূর্ণ, কারণ সাংস্কৃতিক সংঘাত অনেক সময় GCED-এর প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করে।

৬. ডিজিটাল বিভাজন

অনেক দেশ এবং অঞ্চলে এখনও ডিজিটাল প্রযুক্তি সহজলভ্য নয়, যা GCED এর জন্য বিশেষ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডিজিটাল শিক্ষার সুবিধা না থাকায় অনেক শিক্ষার্থী আধুনিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং বিশ্ব নাগরিকত্বত্বের ধারণা অর্জন করতে পারছে না।

৭. মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সামাজিক অবিচার

বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং সামাজিক অবিচার শিক্ষার্থীদের মধ্যে একে অপরের প্রতি সহমর্মি ও ন্যায়বিচারবোধ তৈরি করতে বাধা সৃষ্টি করছে। এর ফলে GCED শিক্ষার্থীদের ন্যায়বিচার এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে যে ভূমিকা পালন করতে চায়, তা কঠিন হয়ে পড়ছে।

৮. রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং শিক্ষানীতির অভাব

অনেক দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অনির্ভরযোগ্য শিক্ষানীতির কারণে GCED যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। রাজনৈতিক বাধা এবং সরকারের অগ্রাধিকার না থাকায় GCED বিষয়টি অনেক শিক্ষাব্যবস্থায় সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

৯. শিক্ষক প্রশিক্ষণের ঘাটতি ও দক্ষতার অভাব

GCED এর সফল বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকরা বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা অর্জন করতে হবে, তবে অনেক দেশে শিক্ষকরা GCED সম্পর্কিত পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ পান না। এর ফলে শিক্ষকরা বিশ্ব নাগরিকত্ব, সহনশীলতা, এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ শিখানোর ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হন।

১০. GCED মূল্যায়ন এবং কার্যকারিতা পরিমাপের অভাব

অনেক দেশে GCED কার্যক্রমের কার্যকারিতা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই শিক্ষার প্রভাব মূল্যায়নের কোনও স্পষ্ট পদ্ধতি নেই। ফলে এটি বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং এর উপকারিতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া কঠিন।

১১. সামাজিক মিডিয়া এবং ভুয়া তথ্যের প্রভাব

বর্তমানে সামাজিক মিডিয়ায় ভুয়া তথ্য এবং নেতিবাচক বিষয়বস্তু প্রচুর পরিমাণে ছড়াচ্ছে, যা শিক্ষার্থীদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। GCED শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্বশীল ডিজিটাল আচরণ এবং মিডিয়া সচেতনতা গড়ে তুলতে চায়, তবে ভুয়া তথ্যের কারণে এটি কঠিন হয়ে পড়েছে।

১২. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধা

GCED শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়, কিন্তু অনেক দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সাথে এর সামঞ্জস্যতা বজায় রাখা চ্যালেঞ্জ হতে পারে। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষার মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে, এবং এই বৈচিত্র্য সম্মিলিতভাবে GCED বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

১৩. স্থানীয় শিক্ষার চাহিদা এবং বিশ্ব শিক্ষার মধ্যে সমন্বয়

GCED এর মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্ব নাগরিকত্বত্বের ধারণা শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে তোলা, তবে অনেক সময় এটি স্থানীয় শিক্ষা চাহিদার সঙ্গে মেলে না। অনেক দেশ তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় শিক্ষাক্রমকে বেশি গুরুত্ব দেয়, ফলে GCED এর মধ্যে স্থানীয় শিক্ষা প্রেক্ষাপটের মধ্যে সমন্বয় আনা কঠিন হয়ে পড়ে।

১৪. গ্লোবাল ইস্যু সম্পর্কে অপর্যাপ্ত সচেতনতা

বিশ্বব্যাপী সমস্যা যেমন জলবায়ু পরিবর্তন, সামাজিক বৈষম্য, মানবাধিকার লঙ্ঘন, এবং শরণার্থী সংকটের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলির প্রতি অনেক শিক্ষার্থী ও সমাজের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। GCED এই ধরনের সমস্যা মোকাবিলার জন্য শিক্ষার্থীদের সচেতন ও প্রস্তুত করতে চায়, কিন্তু এই বিষয়ে পর্যাপ্ত তাৎপর্য এবং শিক্ষার অভাব রয়েছে।

১৫. আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অভাব

GCED এর সফল বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জরুরি। তবে বিভিন্ন দেশের সরকারের মধ্যে সহযোগিতার অভাব, অভিন্ন নীতি না থাকা এবং সাংস্কৃতিক ভেদাবেদ GCED বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করছে।

GCED-এর মাধ্যমে একটি দায়িত্বশীল, সহনশীল এবং মানবিক বিশ্ব গড়ে তোলার প্রচেষ্টা থাকলেও, এসব বিশ্ব সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ এর কার্যকর বাস্তবায়নে বড় বাধা সৃষ্টি করছে। তবে এই সমস্যাগুলো মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, শিক্ষানীতি পরিবর্তন, এবং সামাজিক সচেতনতা বাড়ানো হলে GCED-এর লক্ষ্য অর্জন করা সহজ হবে। GCED-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্ব নাগরিকত্ব, সহানুভূতি, ন্যায়বিচার, এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা শিক্ষা। তবে এর সাফল্য নির্ভর করছে বিভিন্ন বিশ্ব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপর। এই চ্যালেঞ্জগুলো শুধুমাত্র স্থানীয়ভাবে নয়, বিশ্বভাবে সমাধান করা প্রয়োজন, এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে।

সম্ভাব্য সমাধান

গ্লোবাল সিটিজেনশিপ এডুকেশন (GCED) এর বিশ্ব চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার জন্য বেশ কিছু কার্যকর সমাধান গ্রহণ করা যেতে পারে। এসব সমাধান শিক্ষাব্যবস্থা, সরকার, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং সুশীল সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কার্যকরী করা সম্ভব। নিচে কিছু সম্ভাব্য সমাধান তুলে ধরা হলো:

১. GCED এর সফল বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকরা যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে। তাই, বিভিন্ন দেশে শিক্ষকদের GCED বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য যা করতে হবে তা হলো-

- বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং ওয়ার্কশপ আয়োজন করা, যা শিক্ষকদের GCED সম্পর্কিত নতুন কৌশল, ধারণা, এবং উপকরণ সম্পর্কে অবহিত করবে।
- শিক্ষকদের জন্য সারা বিশ্বে ডিজিটাল প্রশিক্ষণ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা, যাতে তারা সহজেই সেগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

২. রাজনৈতিক ও সরকারি সহায়তায় বিভিন্ন দেশের সরকার GCED কে তাদের জাতীয় শিক্ষানীতিতে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে GCED এর সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারে। যেমন:

- সরকারি নীতিতে GCED সম্পর্কিত পলিসি গ্রহণ এবং শিক্ষাব্যবস্থায় এটি কার্যকরীভাবে বাস্তবায়ন।
- আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, যেমন UNESCO এবং UNICEF, এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য আর্থিক সহায়তা এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করতে পারে।

৩. বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈচিত্র্য থাকলেও GCED এর মূল উদ্দেশ্য হলো মানবতার প্রতি সম্মান ও সমতা গড়ে তোলা। তাই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ-

- বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে GCED এর পাঠ্যক্রম ডিজাইন করা, যাতে প্রতিটি অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা প্রদান করা যায়।
- সহানুভূতি ও সামাজিক সংহতির বিষয়ে প্রচার চালানো, যাতে সামাজিক বিভেদ কমানো যায়।

৪. অনেক দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে GCED এর কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। তাই-

- শিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্য এবং তহবিল প্রদান বৃদ্ধি করা, যাতে দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় GCED এর কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হয়।
- উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাকে সহজলভ্য করা, যেমন ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, যা দূরবর্তী অঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

৫. ডিজিটাল প্রযুক্তির অভাব কিছু অঞ্চলে GCED এর সফল বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করছে। এজন্য-

- উন্নয়নশীল দেশে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট সেবা পৌঁছানো, যাতে শিক্ষার্থীরা অনলাইনে GCED বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।
- আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্যোগে ডিজিটাল ডিভাইস এবং ইন্টারনেট সংযোগ বৃদ্ধির জন্য তহবিল সংগ্রহ করা।

৬. অনেক শিক্ষার্থী ভুয়া তথ্য এবং গুজবের শিকার হয়, যা GCED-এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। সেজন্য-

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে তথ্য যাচাইয়ের দক্ষতা তৈরি করা, যেন তারা সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য সঠিকভাবে যাচাই করতে পারে।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে ডিজিটাল মিডিয়া সাক্ষরতা বা মিডিয়া লিটারেসি শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।

৭. বিশ্বে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সামাজিক অবিচার একটি বড় সমস্যা, যা GCED-এর কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে। এক্ষেত্রে-

- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলি GCED এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণা প্রচার করতে পারে।
- সরকার এবং সুশীল সমাজকে একসঙ্গে কাজ করে মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য বিশ্ব চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

৮. GCED এর সফল বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই-

- আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম ও প্রকল্পের মাধ্যমে GCED-এর প্রচার এবং বাস্তবায়ন উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আরও বৃদ্ধি করতে হবে।
- GCED বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং ফোরামের আয়োজন করা, যাতে বিভিন্ন দেশ তাদের অভিজ্ঞতা ও সফলতার গল্প শেয়ার করতে পারে।

৯. GCED-এর উদ্দেশ্য হলো বিশ্বব্যাপী শান্তি এবং সংহতি প্রতিষ্ঠা করা, যা বর্তমানে বিশ্বে শান্তি বজায় রাখতে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এজন্য-

- GCED এর মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে বিশ্বজনীন মূল্যবোধ যেমন শান্তি, সহিষ্ণুতা, এবং সমতা গড়ে তোলা।
- জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা GCED-কে শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

১০. অনেক সময় স্থানীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে বিশ্ব শিক্ষার লক্ষ্যগুলির সমন্বয় করা কঠিন। আর তাই-

- GCED পাঠ্যক্রম এমনভাবে তৈরি করা যাতে এটি স্থানীয় সমাজ এবং সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, কিন্তু একই সঙ্গে বিশ্ব সমস্যাগুলি সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়।
- স্থানীয় শিক্ষকদের সহায়তায় GCED বিষয়ক পাঠ্যক্রমের স্থানীয়করণ করা।

GCED এর বিশ্ব চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলা করতে এককভাবে কাজ করা সম্ভব নয়। এজন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সরকারি নীতিগত সমর্থন, অর্থনৈতিক সহায়তা, এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে হবে। সফলভাবে এই সমস্যাগুলো সমাধান করলে, GCED পৃথিবীকে আরও শান্তিপূর্ণ, সমতাভিত্তিক, এবং সহানুভূতিশীল সমাজে পরিণত করতে সক্ষম হবে।

অংশ-গ: বিশ্ব নারগরিকত্ব শিক্ষা (GCED) এর গুরুত্ব

বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা (GCED) এর গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক, কারণ এটি একটি বিশ্বব্যাপী সচেতন, সহমর্মি, এবং দায়িত্বশীল নাগরিকত্ব তৈরি করতে সাহায্য করে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, এবং অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলায় GCED একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিশ্ব সমস্যা, মানবাধিকারের চাহিদা, এবং সবার জন্য ন্যায়বিচারের মূল্যবোধ গড়ে তোলা হয়। গুরুত্বের ক্ষেত্রগুলো আলোচনা করা হলো:

১. সহমর্মীতা সচেতনতা ও বোঝাপড়া বৃদ্ধি

GCED শিক্ষার্থীদের বিশ্ব বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচিত করে, যেমন জলবায়ু পরিবর্তন, সামাজিক বৈষম্য, মানবাধিকার, এবং শরণার্থী সংকট। এর মাধ্যমে তারা শুধু তাদের নিজস্ব দেশে নয়, বিশ্বের অন্যান্য অংশে ঘটমান সমস্যাগুলি বুঝতে এবং সেসব বিষয়ে সচেতন হতে শেখে।

২. সহমর্মি এবং সহিষ্ণুতা গড়ে তোলা

GCED শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহমর্মি, সহিষ্ণুতা, এবং সংহতির মতো মানবিক গুণাবলী তৈরি করতে সহায়তা করে। এটি তাদের বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, এবং জাতিগত প্রেক্ষাপটের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শিখায় এবং বিশ্ব স্তরে শান্তি ও সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করে।

৩. নেতৃত্ব গড়ে তোলা

GCED শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশে সহায়তা করে, যাতে তারা নিজেদের সম্প্রদায় এবং বিশ্বজুড়ে দায়িত্বশীল নেতৃত্ব প্রদান করতে সক্ষম হয়। তারা আরও ভাল সিদ্ধান্ত নিতে এবং সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়, যা বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচার এবং সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরি।

৪. বিশ্বজনীন মূল্যবোধ প্রচার

GCED শিক্ষার্থীদের ন্যায়বিচার, সমতা, মানবাধিকার, এবং সামাজিক দায়িত্বের মতো বিশ্ব মূল্যবোধ সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। এটি তাদের সম্মান, মানবিক অধিকার, এবং পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

৫. বিশ্ববাজারে দক্ষতা তৈরি

এটি শিক্ষার্থীদের বিশ্ব অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়ে ধারণা দেয়। যে শিক্ষার্থীরা GCED শিক্ষা গ্রহণ করে, তারা বিশ্ব সমস্যাগুলোর সমাধান করতে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় কাজ করতে আরও প্রস্তুত থাকে। এটি কর্মক্ষেত্রে একাধিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সহযোগিতার মাধ্যমে দক্ষতা তৈরি করে।

৬. বিশ্ব সমস্যাগুলি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি

GCED শিক্ষার্থীদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং পরিবেশগত সমস্যাগুলি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করে। এটি তাদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক পরিবর্তন এবং শাসনব্যবস্থায় উন্নতির জন্য প্রেরণা যোগায়।

৭. জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশের সচেতনতা

বিশ্বজুড়ে পরিবেশগত সংকট এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত সমস্যাগুলি মোকাবেলায় GCED একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে এবং তাদের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন এবং পরিবেশ রক্ষায় দায়িত্বশীলতা গড়ে তোলে।

৮. সহযোগিতা এবং বিশ্ব সংহতি

GCED আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটায় এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্ব সংহতি গড়ে তোলে। এর মাধ্যমে তারা একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শেখে, যাতে বিশ্ব শান্তি এবং স্থিতিশীলতা অর্জন সম্ভব হয়।

৯. দায়িত্বশীল নাগরিকত্ব তৈরি

GCED শিক্ষার্থীদের ন্যায়বিচার, সামাজিক দায়িত্ব, এবং সহানুভূতির মতো গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী শেখায়, যাতে তারা শুধুমাত্র নিজের সমাজের নয়, বরং পুরো বিশ্বের একটি দায়িত্বশীল নাগরিকত্ব হিসেবে কাজ করতে পারে। তারা আরও সচেতন, মানবিক, এবং আন্তর্জাতিক সচেতন নাগরিকত্ব হয়ে ওঠে।

১০. বিশ্বব্যাপী শান্তি এবং স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা

GCED শিক্ষার্থীদের মধ্যে শান্তি, সংহতি এবং সহনশীলতা গড়ে তোলে, যা বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি আন্তর্জাতিক অস্থিরতা, সহিংসতা, এবং সংঘাত মোকাবিলায় সহায়ক।

GCED একটি শক্তিশালী শিক্ষা প্রক্রিয়া যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশ্ব নাগরিকত্বত্বের মূল্যবোধ এবং সামাজিক দায়িত্বশীলতা তৈরি করতে সহায়ক। এটি তাদের এমন দক্ষতা প্রদান করে, যা শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত জীবনে নয়, বরং বিশ্ব স্তরে মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন এবং মানবিক সমস্যাগুলি সমাধান করতে সহায়ক। বিশ্ব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় GCED শিক্ষা একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

অধিবেশন-৩	বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার মূল থিম

শিখনফল: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক। বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার থিমসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ। বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার ডোমেইন এর সাথে থিমসমূহের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন।

সময়: ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: দলগত কাজ, একক কাজ, আলোচনা

উপকরণ: ভিডিও, ছক, তথ্যপত্র

অংশ-ক	বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার থিমসমূহ	সময়- ৫০ মিনিট

১। অধিবেশনের শুরুতে সবাইকে শুভেচ্ছা জানান এবং নিরাপদ শিখন সহায়ক পরিবেশ তৈরি করুন।

২। পূর্ববর্তী অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীগণ বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার ধারণা পেয়েছেন। অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন- বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা বলতে আপনারা কী বুঝেছেন? কয়েকজনের উত্তর শুনুন। এরপর প্রশ্ন করুন- বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার থিমসমূহ কী কী? অংশগ্রহণকারীদের উত্তর শুনুন এবং থিমসমূহ বোর্ডে লিখুন।

৩। প্রশ্ন করুন- থিমসমূহ বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার সাথে কীভাবে সম্পর্কিত? অংশগ্রহণকারীদের ৫টি দলে বিভক্ত করুন। দলসমূহকে নিম্নোক্ত ভাগ অনুযায়ী উল্লিখিত প্রশ্নের আলোকে আলোচনা করতে বলুন।

- ১ম দলঃ মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা, টেকসই উন্নয়ন
- ২য় দলঃ শান্তি প্রতিষ্ঠা, ভিন্ন সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া
- ৩য় দলঃ সমস্যা সমাধান দক্ষতা, সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা, সহনশীলতা
- ৪র্থ দলঃ যোগাযোগ, একীভূততা, সহমর্মিতা
- ৫ম দলঃ পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার

৪। দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতিটি থিম উপস্থাপনের সময় অন্যদের মতামত দিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে বলুন। নিজেও প্রয়োজনীয় সংযোজন করুন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরবরাহকৃত ভিডিও প্রদর্শন করুন।

৫। থিমসমূহ কীভাবে বিশ্ব নাগরিকত্ব তৈরিতে সহায়তা করবে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন এবং আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ-খ	বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার ডোমেইন এর সাথে থিমসমূহের সম্পর্ক	সময়- ৩০ মিনিট

১। অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন- বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার ডোমেইন কয়টি ও কী কী? কয়েকজনের উত্তর শুনুন এবং ডোমেইনসমূহ বোর্ডে লিখুন।

২। বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার থিমসমূহ কোনটি কোন ডোমেইন উন্নয়নে সহায়ক হবে তা এককভাবে চিন্তা করে নিচের ছকটি পূরণ করতে বলুন। প্রযোজ্য ঘরে টিক চিহ্ন দিতে বলুন। একাধিক ঘরে টিক চিহ্ন হতে পারে।

থিমসমূহ	বুদ্ধিবৃত্তিক	সামাজিক-আবেগীয়	আচরণগত

৩। অংশগ্রহণকারীদের উত্তর শুনুন এবং ছক পূরণ করে বোর্ডে লিখুন।

অংশ-গ	সার-সংক্ষেপকরণ এবং সমাপ্তি	সময়- ১০ মিনিট

১। প্রশ্ন করুন-

ক। বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার থিমসমূহ কী কী?

খ। থিমসমূহ কোন কোন ডোমেইন এর সাথে সম্পর্কিত?

২। এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ কী শিখল তা জিজ্ঞেস করুন এবং সারসংক্ষেপ করে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-৩: বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার মূল থিম

বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার থিমসমূহ

১. মানবাধিকার
২. সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা
৩. টেকসই উন্নয়ন
৪. শান্তি প্রতিষ্ঠা
৫. সহমর্মিতা
৬. ভিন্ন সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া
৭. সমস্যা সমাধান দক্ষতা
৮. সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা
৯. সহনশীলতা
১০. কার্যকর যোগাযোগ
১১. একীভূততা
১২. পরিবেশ সংরক্ষণ
১৩. জলবায়ু পরিবর্তন
১৪. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার

মানবাধিকার

মানবাধিকার ও বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত দুটি ধারণা। মানবাধিকার হলো মানুষের সেই মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতা যা সম্মান, স্বাধীনতা এবং ন্যায্যবিচারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিটি মানুষের প্রাপ্য। বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা মানবাধিকার রক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করে। শিক্ষার্থীদের মাঝে সামাজিক ন্যায় এবং সমতার প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করে, যাতে তারা বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে।

টেকসই উন্নয়ন

টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development) হলো এমন একটি উন্নয়ন কৌশল যা বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে না। এই উন্নয়ন বলতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, এবং পরিবেশগত উপাদানগুলির সমন্বয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নকে বোঝায়। টেকসই উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য হল দীর্ঘমেয়াদী সমৃদ্ধি অর্জন করা, যেখানে পরিবেশের ক্ষতি কমানো, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা হয়।

শান্তি প্রতিষ্ঠা

শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা হলো এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা, যা বিশ্বব্যাপী শান্তি, সহনশীলতা, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করে। শিক্ষা, মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার মাধ্যমে মানুষকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি এবং দায়িত্বশীল আচরণ শেখাতে সহায়তা করে, যাতে তারা বিশ্ব সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত জীবনযাপন করতে পারে।

সহমর্মিতা

সহমর্মিতা (Empathy) হলো অন্যের অনুভূতি, ভাবনা এবং অভিজ্ঞতার প্রতি গভীর অনুভূতি বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার ক্ষমতা। অন্যের যন্ত্রণা, দুঃখ, আনন্দ কিংবা উদ্বেগকে বোঝার এবং অনুভব করার ক্ষমতা, এবং সেই অনুভূতির প্রতি একটি সহানুভূতিশীল বা কার্যকর প্রতিক্রিয়া জানানো। সহমর্মিতা মানে শুধু অন্যের অবস্থান বা পরিস্থিতি বোঝা নয়, বরং তা অনুভব করা এবং তাদের প্রতি সহায়তার হাত বাড়ানোকে বোঝায়।

ভিন্ন সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য হলো একটি সমাজ বা জাতির মধ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ, ভাষা, ধর্ম, রীতিনীতি, ঐতিহ্য, এবং বিশ্বাসের উপস্থিতি। এর মাধ্যমে সমাজের মধ্যে মানুষের নানা ধরনের সংস্কৃতির উপস্থিতি এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বোঝাপড়া, এবং সহাবস্থানকে বোঝানো হয়। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য একটি দেশ বা পৃথিবীকে আরও সমৃদ্ধ, গতিশীল, এবং প্রাণবন্ত করে তোলে, কারণ এটি সমাজের মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ এবং জীবনের অভিজ্ঞতার বিনিময় সৃষ্টি করে।

সমস্যা সমাধান দক্ষতা

সমস্যা সমাধান দক্ষতা হলো এমন একটি দক্ষতা, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি কোনও সমস্যা বা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারে এবং সৃজনশীল, কার্যকর এবং যুক্তিসঙ্গত উপায়ে তার সমাধান খুঁজে বের করতে পারে। এটি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন, ব্যক্তিগত, পেশাগত এবং সামাজিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এবং বাধার সম্মুখীন হই। সমস্যা সমাধান দক্ষতা উন্নত করার মাধ্যমে আমরা দ্রুত এবং কার্যকরভাবে সমস্যা মোকাবিলা করতে পারি, যা আমাদের কর্মক্ষমতা এবং জীবনে সাফল্য অর্জন করতে সহায়তা করে।

সূক্ষ্মচিন্তন দক্ষতা

সূক্ষ্মচিন্তন দক্ষতা (Critical Thinking Skills) হলো কোনো বিষয় বা সমস্যার গভীরে গিয়ে, যুক্তিসঙ্গত, বিশ্লেষণাত্মক এবং অস্পষ্টতা ও পক্ষপাতিত্ব ছাড়া চিন্তা করার ক্ষমতা। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার চিন্তা এবং সিদ্ধান্তগুলিকে আরও কার্যকর, যুক্তিসঙ্গত এবং প্রতিষ্ঠিত প্রমাণের ভিত্তিতে গঠন করতে পারে। সূক্ষ্মচিন্তন দক্ষতা মানে কোনো সমস্যার দিকে গভীরভাবে মনোনিবেশ করা, সকল দিক থেকে বিশ্লেষণ করা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত বা সমাধান গ্রহণ করা। এই দক্ষতা, সাধারণত, শুধু কোনো প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়া নয়, বরং একটি বিষয়কে বহু দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, তথ্য বিশ্লেষণ করে, যুক্তিসঙ্গতভাবে চিন্তা করে এবং তার ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্ত বা সমাধান বের করাকে বোঝায়।

সূক্ষ্মচিন্তন দক্ষতার উপাদানসমূহ:

১. বিশ্লেষণ
২. যুক্তিসঙ্গত চিন্তা
৩. সমস্যা চিহ্নিতকরণ
৪. উদ্ভাবনী চিন্তা
৫. তথ্য বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন
৬. পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া

সহনশীলতা

সহনশীলতা (Tolerance) হলো অন্যের বিশ্বাস, মতামত, আচরণ, সংস্কৃতি এবং পার্থক্যগুলির প্রতি শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতির মনোভাব। এই মনোভাবের মাধ্যমে মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্ম, জাতি, ভাষা, জাতিগত পরিচয়, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং জীবনযাপনের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রতি খোলামেলা এবং সহানুভূতিশীল মনোভাব পোষণ করি। সহনশীলতা শুধুমাত্র অন্যদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন নয়, সাথে সাথে বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, বা রাজনৈতিক মতবিরোধের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রতিষ্ঠা করাকে বোঝায়। সহনশীলতা সমাজে শান্তি, সহযোগিতা এবং সম্মান বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি বৈষম্য, পক্ষপাতিত্ব এবং সামাজিক অবিচার দূর করতে সাহায্য করে এবং মানুষের মধ্যে একটি একাত্মতার অনুভূতি তৈরি করে।

কার্যকর যোগাযোগ

কার্যকর যোগাযোগ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব দুটি বিষয় একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। একদিকে, কার্যকর যোগাযোগ হল মানুষদের মধ্যে তথ্য, অনুভূতি এবং চিন্তাভাবনার আদান-প্রদান করার দক্ষতা, আর অন্যদিকে, বিশ্ব নাগরিকত্ব হল বিশ্বের একজন দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে, অন্যদের অধিকার, শ্রদ্ধা এবং দায়িত্ব গ্রহণের মনোভাব। এই দুটি উপাদানই বর্তমান পৃথিবীতে শান্তি, সহযোগিতা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অপরিহার্য, বিশেষ করে যখন আমরা একটি বিশ্ব, আন্তঃসংযুক্ত সমাজে বাস করি।

একীভূততা

একীভূততা ও বিশ্ব নাগরিকত্ব দুটি ধারণা আমাদের মধ্যে সংহতি, সহযোগিতা এবং বিশ্বজনীন দায়িত্ববোধের অনুভূতি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একীভূততা সমাজের মধ্যে ঐক্য এবং সংহতি বৃদ্ধির প্রতীক, যেখানে বিশ্ব নাগরিকত্ব বিশ্বময় একটি দায়িত্বশীল মনোভাব তৈরি করে। আজকের বিশ্ব পৃথিবীতে, যেখানে জাতি, ধর্ম, ভাষা এবং সংস্কৃতির মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে, সেখানে একীভূততা ও বিশ্ব নাগরিকত্বত্বের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি।

পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিবেশ সংরক্ষণ হল পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ, বায়ুমণ্ডল, জলসম্পদ, জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক উৎসসমূহের সুরক্ষা ও উন্নয়ন। এটি মানবসভ্যতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পরিবেশের স্বাস্থ্য আমাদের জীবনযাত্রার সব দিককে প্রভাবিত করে, অর্থনীতি, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী নিশ্চিত করতে পারি।

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change) হল পৃথিবীর দীর্ঘমেয়াদী আবহাওয়া এবং জলবায়ু ব্যবস্থা পরিবর্তন, যা মানবসৃষ্ট ক্রিয়াকলাপের ফলে পৃথিবীর গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং প্রকৃতির অবস্থা পরিবর্তন হয়ে ঘটছে। এই সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত সমস্যা, যা বিশ্বের সমস্ত দেশ, জনগণ এবং প্রকৃতি-জগতকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে।

সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার

সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও বিশ্ব নাগরিকত্ব একে অপরের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত, কারণ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং সংরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য বিশ্ব নাগরিকের অন্যতম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিশ্ব নাগরিকত্বত্বে আমরা বুঝতে পারি যে, পৃথিবী একক রাষ্ট্র বা জনগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এখানে আমরা সামগ্রিক বাসস্থান করছি। তাই আমাদের সবাইকে সুরক্ষিত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পদ ব্যবহারের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে।

অধিবেশন-৪	পাঠ্যপুস্তক ও বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার মূল থিমসমূহ অন্তর্ভুক্ততা

শিখনফল: এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর কোন অংশের সাথে বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার মূল বিষয়বস্তুর মিল আছে তা চিহ্নিত করতে পারবে।

সময়: ১ ঘন্টা ৩০মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, আলোচনা।

উপকরণ: মাল্টিমিডিয়া, মার্কার, পোস্টার পেপার, সাইন পেন, তথ্যপত্র, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি।

অংশ-ক	বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার মূল বিষয়/থিম	সময়- ২০ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় ও অধিবেশন পরিচালনার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করুন।
২. পূর্বের সেশনে আলোচিত বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন।
৩. প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা পরিষ্কার না হলে পুন:আলোচনার মাধ্যমে ধারণা দিন।

অংশ-খ	পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার মূল বিষয়বস্তুর সম্পর্ক চিহ্নিতকরণ	সময়- ৬০ মিনিট

১. যেকোনো কৌশল ব্যবহার করে প্রশিক্ষণার্থীদের ৫ টি দলে ভাগ করুন।
২. প্রতি দলের প্রশিক্ষণার্থীদের ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির একটি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ও GCED এর মূল বিষয়বস্তু (সহায়ক তথ্যপত্র) সরবরাহ করুন।

দল নং	শ্রেণি ও বিষয়
দল- ১	৫ম শ্রেণি; বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
দল- ২	৪র্থ শ্রেণি; প্রাথমিক বিজ্ঞান
দল- ৩	৩য় শ্রেণি; প্রাথমিক গণিত
দল- ৪	২য় শ্রেণি; বাংলা
দল- ৫	১ম শ্রেণি; ইংরেজি

(প্রয়োজনে অন্যান্য বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকও দেয়া যেতে পারে)

৩. GCED এর মূল বিষয়বস্তুর সাথে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর মিল খুজে বের করে নির্দিষ্ট ছকে লিখতে বলুন। (সহায়ক তথ্যপত্র)
৪. দলীয় কাজটি প্রশিক্ষার্থীদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন এবং সময় নির্দিষ্ট করে দিন।
৫. ঘুরে ঘুরে দলীয় কাজ পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে সাহায্য করুন।
৬. নির্দিষ্ট সময় শেষে প্রত্যেক দলের কাজ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করতে বলুন।
৭. দলীয় উপস্থাপনের পরে উপস্থাপিত বিষয়ে প্লেনারিতে আলোচনা করুন।

অংশ-গ	সার-সংক্ষেপ এবং সমাপনী	সময়- ১০ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ২মিনিট চিন্তা করে ১টি প্রশ্ন তৈরি করতে নির্দেশনা দিন।
২. পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকের তৈরিকৃত প্রশ্ন থেকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিন।
৩. প্রশ্নের উত্তর প্লেনারিতে আলোচনা করুন।
৪. প্রশিক্ষণার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-৪: পাঠ্যপুস্তক ও বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার মূল থিমসমূহ অন্তর্ভুক্ততা

শ্রেণি: ৫ম	**বিষয়:** বাংলাদেশ ও বশ্বপরিচয়	
GCED এর মূল বিষয়বস্তু	**পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু**	**মন্তব্য**
মানবাধিকার	মানবাধিকার	
সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা	নারী-পুরুষ সমতা	
টেকসই উন্নয়ন	আমাদের অর্থনীতি: কৃষি ও শিল্প	
শান্তি প্রতিষ্ঠা		
সহমর্মিতা		
ভিন্ন সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া		
সমস্যা সমাধান দক্ষতা		
সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা		
সহনশীলতা		
যোগাযোগ		
একীভূততা		
পরিবেশ সংরক্ষণ		
জলবায়ু পরিবর্তন		
সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার		

অধিবেশন-৫	বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার ম্যাপিং রিপোর্ট

শিখনফল: এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিক্ষাক্রমের নির্দিষ্ট সূচী থেকে বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার বিষয়বস্তু সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো খুজে বের করতে পারবেন;
খ. বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার ম্যাপিং রিপোর্ট এর সাথে প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়বস্তুর মিল করতে পারবেন।

সময়: ১ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: দলগত কাজ, উপস্থাপন, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, ভিডিও প্রদর্শন

উপকরণ: প্রাথমিকের পাঠ্যবই, কারিকুলাম/ শিক্ষক সহায়িকা, পোস্টার পেপার, সাইনপেন, অথ্যপত্র, কর্মপত্র , মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।

অংশ-ক	শিক্ষাক্রমের নির্দিষ্ট সূচী থেকে বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় চিহ্নিতকরণ	সময়- ৫০ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে দিন-১ এর বিভিন্ন অধিবেশনের বিষয়সমূহ সম্পর্কে পুনঃরালোচনা করুন।
২. অতঃপর প্রাথমিকের পাঠ্যপুস্তকের কোন বিষয়ে GCED এর কি কি কনটেন্ট/ থিম রয়েছে তা বের করতে ছয়টি (৬) দলে ভাগ করুন।

দলগত কাজ

গ্রুপের নাম	বিষয়
শাপলা	বাংলা
গোলাপ	গণিত
বেলী	ইংরেজি
জুই	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
রজনীগন্ধা	প্রাথমিক বিজ্ঞান
বকুল	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা ও অন্যান্য

৩. প্রতি দলকে একটি করে বিষয় (পাঠ্যপুস্তক) দিন। তথ্যপত্রের (অংশ-ক) এ প্রদত্ত ছক সরবরাহ করুন। ১০মিনিট সময় দিন।
৪. দলগত কাজ শেষে প্রতিটি দলকে কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।
৫. প্রতিটি উপস্থাপনায় কারো কোনো ভিন্ন মত থাকলে আলোচনা করে স্পষ্ট করুন এবং প্রয়োজনে সহায়ক তথ্য (অংশ-খ) এর সহায়তা নিন।

অংশ-খ	শিক্ষাক্রম ম্যাপিং রিপোর্ট	সময়- ৩০ মিনিট

১. GCED এর ম্যাপিং রিপোর্ট সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের পিপিটির সাহায্যে ধারণা প্রদান করুন।
২. প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে GCED এর ম্যাপিং রিপোর্ট প্রদর্শন করুন।
৩. সহায়ক তথ্যপত্রের (অংশ-খ) প্রিন্টেন্ট কপি সরবরাহ করুন।
৪. ম্যাপিং রিপোর্ট এর সাথে দলগত কাজের বিষয়ের মিল খুঁজে বের করতে বলুন প্রয়োজনে ফিডব্যাক দিন।

অংশ-গ	সার-সংক্ষেপ এবং সমাপ্তি	সময়- ১০ মিনিট

- এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনা করে অধিবেশন সারসংক্ষেপ তুলে ধরুন।
- অধিবেশন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানুন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-৫: বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার ম্যাপিং রিপোর্ট

অংশ-ক

GCED Curriculum Mapping in Subject and Grade Levels

Bangla Language	Brief Description	Key Findings	Scope of GCED Integration

English Language	Brief Description	Key Findings	Scope of GCED Integration

Primary Mathematics	Brief Description	Key Findings	Scope of GCED Integration

Primary Science	Brief Description	Key Findings	Scope of GCED Integration

Bangladesh and Global Studies	Brief Description	Key Findings	Scope of GCED Integration

Religion and Moral Studies	Brief Description	Key Findings	Scope of GCED Integration

Physical and Mental Education	Brief Description	Key Findings	Scope of GCED Integration

অংশ: খ- ম্যাপিং রিপোর্ট

Mapping GCED into the Primary Subject Curricula

Bangla Language

Bangla Language is the mother tongue of the people of Bangladesh. In the primary curriculum of Bangladesh, Bangla is taught as the first language from grade 1 to grade 5. It has physical textbooks from grade 1 to grade 5. The language teaching in Bangladesh, especially the first language, is to discover the internal discipline of language based on language skills. Among the four language skills, listening and speaking are focused on the early grades (grade 1 to grade 3). On the other hand, reading and writing skills are focused on the advanced grades (grade-4-grade-5).

In many ways, Global Citizenship Education (GCED) is integrated into the Bangla Language Curriculum. However, 31 attainable competencies are found to be more relevant to the GCED themes and topics for the Bangla Language. All the key learners' attributes (i.e., informed and critically literate, socially connected and respectful of diversity and ethically responsible and engaged) of the GCED can be elaborated here with interpretation for attainable competencies and examples of activities.

Scope of GCED Integration (Bangla)

With a view to further integration of GCED into competency no. 16 (11.1 To understand the subject by reading descriptive, informative texts containing figures and tables.), we have described that the "competency can help build on understanding descriptive and informative texts with figures and tables while fostering global citizenship education."

To attain this competency along with GCED, we recommended activities as "Find a descriptive text about a cultural celebration from a specific country and create a table comparing different cultural celebrations from around the world, focusing on elements like traditions, food, and festivities. Students read the descriptive text about one cultural celebration and then try to match it to the correct row in the table based on the information provided." All other 20 competencies of the Bangla Language are also interpreted in this manner.

English Language

English is taught as a foreign language in Bangladesh. To learn English, there are physical textbooks from grade 1 to grade 5 for the students. Like Bangla, the primary curriculum gives priority to acquiring four language skills in English. Among these, listening and speaking are focused on the early grades (grade 1 to grade 3). Reading and writing skills are focused in the advanced grades (grade 4 grade 5).

The curriculum on the English Language emphasizes local and global citizenship skills, creating a competent workforce to participate and contribute to the ongoing and future development initiatives to meet the targets of SDG 4, GCED, Vision 2041, and the 4th industrial revolution.

The English Language curriculum consists of 113 attainable competencies in total from grade 1 to grade 5. Among them, 30 competencies are very much aligned with the GCED concepts. We have found 3 competencies in Grade 1, 4 competencies in Grade 2, 4 competencies in Grade 3, 4 competencies in Grade 4 and 4 competencies in Grade 5 that can be aligned directly to the themes of GCED domains.

Scope of GCED Integration (English)

The primary aim of the English curriculum relating to GCED is to foster positive attitudes and values in the characters of the students. The learners are supposed to shoulder social responsibilities along with co-operation and collaboration in national and international needs, and show responsible behavior in conversations towards the opposite sex in all situations. They will be engaged in positive action in family, school, and social environments with empathetic and humanistic feelings.

With a view to further integration of GCED into competency no. 17 (7.4 Writing short paragraphs on familiar topics using prompts or clues.) of Grade 3, we have elaborated that "this competency will encourage students to write about familiar topics while incorporating a global perspective." To attain this competency, we have recommended "Connect with a class from another country through video conferencing or online platforms. Based on the information exchange, students write a short paragraph describing a shared interest or hobby they discovered with them."

Primary Mathematics

Mathematics is one of the core subjects of the primary curriculum. Basic concepts of Arithmetic, Algebra, Statistics and Applied Mathematics are covered in the elementary education curriculum. Besides, emphasis is also given to geometric sizes, shapes, and patterns of numbers. Apart from this, the concepts of Global Citizenship qualities and inclusiveness concepts have been integrated into the Mathematics curriculum to develop children as competent citizens to meet sustainable development goals and the challenges of the 21st century. The textbook developed for elementary-level students is called "Primary Mathematics".

In GCED integrated competencies of Mathematics, the learners will be able to recognize Bangladeshi currencies and the currencies in daily transactions appropriately. They will be able to deal with daily transactions by solving monetary problems and being interested in savings and using it for charitable purposes.

In GCED integrated Mathematics competencies, students will be able to draw geometric figures by identifying rectangles, triangles, and spheres from various objects in the immediate environment. They will be rational and creative by enthusiastically exploring patterns of various objects and geometric shapes in the environment and creating new patterns. They will get an idea of surfaces, lines, points and angles by exploring various shaped objects in the immediate environment and to be able to draw different types of angles enthusiastically. Learners will be able to be rational and creative by enthusiastically exploring and creating new patterns of objects and geometric shapes in the environment.

In the Mathematic curriculum of primary level, there are 86 attainable competencies from grade one to grade five and among them, 27 competencies are matched to the GCED concepts. We have found 3 competencies in Grade 1, 2 competencies in Grade 2, 4 competencies in Grade 3, 5 competencies in Grade 4 and 5 competencies in Grade 5 that can be complied with the themes of GCED domains.

Scope of GCED Integration (**Mathematics**)

Students will be able to recognize geometric figures like rectangles, triangles, and spheres in their environment, which will help them to understand the global variety of shapes and forms. Students will develop rational and creative thinking skills by actively looking for patterns in different objects and geometric shapes in their environment. Not only will this help them to develop their mathematical understanding, but it will also help them to appreciate the global variety of patterns. By looking for different objects with different shapes in their environment, students will learn about surfaces, lines, points, and angles.

Drawing different types of angles will help them develop spatial awareness and the ability to recognize geometric elements in the world around them. Inspired by the principles of GCED, learners will be able to use their rational and creative skills to explore and create new patterns using objects or geometric shapes from their surroundings. This practice not only helps them to develop mathematical creativity but also helps them to appreciate the wide variety of patterns found in different cultures and societies around the world.

Students will gain the skills to gather data from their environment and effectively organize it into a structured form. They will learn the value of taking into account different perspectives and global sources of information to construct comprehensive datasets. By organizing the data in tables or charts, they will not only be able to access local data but also integrate global data sources to gain an understanding of global topics and trends. For example, we can refer to the attainable competency no. 23 (8.1 To be able to make decisions through discussions in various areas of daily life by organizing the collected data and expressing it through graphs.) of grade 4 can be interpreted as "This competency will encourage students to analyze data on global health issues and use graphs to advocate for change." The corresponding activities would be to "Find data from reputable sources like UNICEF or World Health Organization (WHO) on access to clean water or vaccination rates in different regions and interpret the data and create graphs to visualize the issue's global impact."

Visual aids such as pictograms and other forms of communication will enable students to communicate data effectively and make it accessible to a wide range of people. Visual communication will help learners to communicate information across language and cultural barriers. By engaging in structured discussions based on organized data, learners will become more capable of making informed decisions in a variety of aspects of their daily lives. This competency will allow them to tackle intricate global issues by analyzing data from multiple sources and presenting them in an easily understandable way. We have interpreted the attainable competency no. 20 (8.1 To be able to make decisions by arranging various unstructured data of daily life and drawing pictograms from data to get the idea of pictograms.) of grade 5 as "this competency will encourage students to analyze unstructured data on school to create pictograms and proposed solutions for sustainable future." To achieve this competency, we recommended that the students collect and categorize discarded items (food scraps, paper, plastic bottles, etc.) throughout the school day (unstructured data) and organize the data by type and quantity. They will encourage creative ways to represent findings (drawings, tallies).

Primary Science

Science education has been given special emphasis in the primary curriculum of Bangladesh. The subject is taught from grade 1 to grade 5 in primary education in Bangladesh. It has no textbook for grade grade-2, but it has a teacher's guide with built text to be taught to the students in the teachers' guide. Primary Science has class-wise attainable competencies derived from the subject-wise competencies.

Science Education has many connections to the GCED concept in Bangladesh. Science as mankind and the ethical, safe use of science are related to the GCED concept. In this sphere, science education is integrated into the GCED concept as learners' attributes in the science curriculum in primary education in Bangladesh. Five learners 'attributes for covering GCED concepts out of 9 learners' attributes integrated the GCED concept. The integrated learner's attributes of GCED concepts are as follows: Underlying assumptions and power dynamics, Difference and respect for diversity, Actions that can be taken individually and collectively, ethically responsible behavior, and getting engaged and taking action.

In the Primary Science curriculum, 62 attainable competencies are there from grade 1 to grade 5 and almost all of them can be aligned with GCED themes and topics. However, we have found 4 competencies in grade 1, 3 competencies in grade 2, 5 competencies in grade 3, 6 competencies in grade 4, and 7 competencies in grade 5 are directly linked to GCED.

Scope of GCED Integration (Science)

The primary science curriculum has scopes to integrate GCED concepts as learners' attributes and topic areas as further interpretation of competencies followed by relevant activities. As the interpretation of attainable competencies, we would suggest that students will be able to understand the science practices around the world and identify universal incidents of science compared with the locals. They will be able to understand how science connects people around the world and understand how science connects people around the world through various science events. Also, they will be able to get ideas about the Science Olympiad event around the world.

For example, for the attainable competency no. 1 (1.1 Able to differentiate the immediate environment based on characteristics by being curious through observation and comparison.) of grade 1, we have interpreted that this competency would connect students' observations to global concepts like biodiversity and conservation, fostering a sense of responsibility for their local surroundings and its connection to a healthy planet as global citizens. To attain this competency, the teacher will have to take the students outside to explore the schoolyard or a local park. He or she will assign each group a different sense to focus on (sight, sound, smell), and provide students with observation sheets listing various elements they can encounter based on their assigned sense (e.g., sights – types of plants, sounds – birds chirping, smells – flowers). Finally, Students will explore the environment using their chosen senses, recording their observations on the sheets.

Bangladesh and Global Studies

In the primary curriculum of Bangladesh, Social Science integrates the themes and topics of different individual subjects of higher education like civics, economics, sociology, anthropology, history, geography, etc. The book on social science at the primary level is called Bangladesh and Global Studies.

In GCED integrated competencies of social science, individual students have to acquire the knowledge of eco-friendliness in the local context and of conserving the natural and social environment as well as of the importance of the socioeconomic impact of climate change. The students will have to understand her position as an inhabitant of the earth. They will have to know the rights of children, rights of citizens, and human rights. They will be respectful of different languages, food, dress, music, dances, rituals, and festivals of different social, religious, and cultural communities and groups. They will be humanistic and gender-neutral in every situation and context. The students will show eagerness to the geographical diversity of different continents and oceans.

In GCED integrated social science competencies, students will show a positive attitude towards the opposite sex and maintain gender equality. They will save themselves and come forward to help others in emergencies like fire breakouts or drowning in the water. They will play an active role in observing and organizing national days. The students will collectively participate in government social safety programs.

In social science, 47 attainable competencies among 89 from grade one to grade five are aligned with the GCED themes, concepts, or topics. 5 competencies in grade 1, 6 competencies in grade 2, 9 competencies in grade 3, 9 competencies in grade 4 and 13 competencies in grade 5 are complied with the three learning domains of GCED.

Scope of GCED Integration (BGS)

We have identified some crucial competencies as further scope of integration, where students will be able to identify issues affecting interaction and connectedness of communities at local, national and global levels relating to human habitation, natural and social environment. The areas of students' responsible behavior in conversations towards the opposite sex in all situations, their active engagement in positive action in family and school and responsibility in safety programs in emergencies are also considered here to focus on the GECD lens.

For example, the attainable competency no. 9 (4.1 to be able to explore the geographical and cultural diversity of the Asian continent with interest.), we interpreted as "this competency emphasizes the concept of global citizenship and the importance of appreciating the geographical and cultural diversity of the Asian continent and discuss how Asia's rich tapestry of cultures, traditions, and environments contributes to world's overall richness." To achieve this

competency, we have recommended that teacher will “provide a large map of Asia and colorful markers. Students can decorate the map with drawings or stickers representing different geographical features (mountains, rivers, deserts) and cultural icons (animals, landmarks, food items) from various Asian countries.”

Another example, for the attainable competency no. 23 (10.1 participating in protection activities in any immediate and emergency (flood and lightning) and utilizing state-provided assistance.) of grade 5, we have interpreted that the competency emphasizes the concept of global citizenship and the importance of being prepared for natural disasters and encourage to discuss how floods and lightning strikes are not unique to Bangladesh and can affect communities worldwide. To achieve this competency, students will research different types of assistance provided by the government of Bangladesh during floods and lightning strikes (e.g., food ddistribution, medical aid, temporary shelters) and create presentations highlighting the importance of utilizing these resources.

Islam and Moral Studies

In Bangladesh, religion is taught as part of the religion and moral education. Islam and Moral Education is divided into two thematic parts. One is a religion of Islam and its religious practices. Another is moral education and practices in light of Islam. In the primary curriculum of Bangladesh, Bangla is taught from grade 1 to grade 5. It has a physical textbook from grade 3 to grade 5. But in grades 1 to grade 2, there is no textbook, but a teacher’s guide with topics and text for teaching the students. In the Islam and Moral Education curriculum, 10 out of 43 attainable competencies are directly aligned with GCED concepts, topics, and themes.

In Islam and Moral Education, Global Citizenship Education concepts are complied with 21 out of 43 attainable competencies from grade 1 to grade 5. The GCED-related attributes are no. 4, cultivate and manage identities, relationships and feelings of belongingness; attribute no. 6, develop attitudes to appreciate and respect differences and diversity; attribute no. 7, enact appropriate skills, values, beliefs and attitudes; attributes no. 8, demonstrate personal and social responsibility for a peaceful and sustainable world; attributes no. 9, develop motivation and willingness to care for the common good.

Scope of GCED Integration

In Islam and Moral Education teaching curriculum 4 key learners attributes based on three domains of the GCED concepts can be integrated directly into the attainable competencies. They are attribute no.1 - Know about local, national, and global issues, governance systems, and structures; attribute no. 2 - Understand the interdependence and connections of global and local concerns; attribute no. 3 - Develop skills for critical inquiry and analysis; attributes no. 5 - Share values and responsibilities based on human rights.

For example, for competency no. 4 of Grade 3 (1.4 Being able to follow the guidance of life by knowing about the revealed scriptures.), we have interpreted that it would encourage students to discuss how the "Golden Rule" is a foundational principle for global citizenship. Encourage students to brainstorm ways they can apply this principle in their interactions with people from different backgrounds. To attain this, teachers will introduce the concept of the "Golden Rule" (treat others as you want to be treated) found in various forms across many religions, including Islam. Then students will discuss the importance of this principle in fostering empathy and respect for diversity. Students will also research how this principle is expressed in different revealed scriptures. They can find examples of stories or teachings that illustrate this concept.
Another example, for competency no. 11 of grade 5 (4.1 Being inspired by the ideals of Islam, to be respectful of other religions, and to be able to coexist peacefully with them.), we have interpreted that it will encourage to highlight the Quranic verses and teachings of the Prophet Muhammad (PBUH) that promote tolerance and respect for people of other faiths. To achieve this competency, students can be divided into small groups in the class. Each group will research two different religions, including Islam. Then they will create a Venn diagram showing the similarities and differences between the two faiths in terms of core beliefs, practices, and values.

Hinduism and Moral Studies

In the primary curriculum of Bangladesh, Hinduism and Moral Education integrates the themes and topics of Hindu religion and general moral education with reference to Bangladesh relating to issues of SDGs. The study of Hindu religion as a subject at the primary level is called as Hinduism and Moral Education.

In Hinduism and Moral Education, there are 5 attainable competencies from grade one to grade five. In grade one, 4 out of 5 competencies are directly complied with the three learning domains of GCED. In grades two and three, 4 out of 5 and 4 out of 5 attainable competencies correspond to GCED domains. In grades four and five, 4 out of 5 and 4 out of 5 competencies are directly related to the GCED domains.

In these competencies of Hinduism and Moral Education, individual students have to acquire knowledge of humankind, nature, and the lifeworld and the importance of their relationship. They will have to know the different forms and powers of the Creator and about Upasana and prayer to respect and honor the Creator. The students will also know how to practice fundamental aspects of Hinduism, religious rules and disciplines. They will serve mankind and the lifeworld with the knowledge of God and conserve nature.

Scope of GCED Integration

In some attainable competencies as further scope of integration of GCED concepts and topics for Hinduism and Moral Education, the students will know about the issues of nearby natural and social elements and their connectedness to the motherland and the earth. They will relate the love of mankind to the local, regional, and global communities in light of Hinduism. They will know the issues of relationship among God, mankind and flora and fauna, and their interconnectedness.

As for the competency of grade 1 (5.1 To be able to show love for people, and to be able to know the names of the elements of the immediate natural and social environment, and to be able to love them; to be able to show love for the country and the earth.), we have interpreted that it emphasizes the interconnectedness of humans, nature and society and encourages to think critically about how their actions impact others and the environment. To attain this competency, we have suggested that the teachers create a scavenger hunt list with elements of the natural environment (e.g., a leaf, a different-colored flower, a smooth rock). Then students will search for these items and discuss their importance in nature.

Another example, for the competency of grade 5 (4.1 Being able to identify and respect Hindu scriptures and deities; knowing about various Poojas and being able to recite mantras; knowing and describing temples and pilgrimage sites; Being able to respect other religions and knowing about harmony and being able to coexist peacefully with people of all religions.), we have interpreted that the competency encourages to integrate the concept of peaceful coexistence by highlighting how mutual respect and understanding can bridge religious differences. To attain the competency, the teachers will create bingo cards with pictures or symbols representing different religions; read out descriptions of religious practices or holidays, and students mark them off if they know the religion. This will promote awareness of diverse faiths.

Buddhism and Moral Studies

In the primary curriculum of Bangladesh, Buddhism and Molar Studies integrates the themes and topics of larger subjects of higher education of Buddhism and moral sciences. There are textbooks from grade three onwards at the primary level. But there are only teachers' guides in grade one and grade two.

In social science, there are 7 to 9 attainable competencies from grade one to grade five. In grade one, 3 out of 7 competencies are directly complied with the three learning domains of GCED. In grades two and three, 3 out of 9 and 4 out of 9 attainable competencies are aligned with GCED domains. In grades four and five, 4 out of 9 and 4 out of 9 competencies are directly related to the GCED domains.

In GCED integrated Buddhism and Moral Studies competencies, students are encouraged to practice the values of great Buddhists in their personal lives. They will practice in life knowing about the glorious events of great personalities. The students will practice the ideals of Buddha and his contemporary Thers-Theris, Nobles, and Royalties. They will follow Srabaks-Srabakas and Greehis-Followers of Buddha in personal and social life.

In GCED integrated Buddhism and Moral Studies competencies, students will take part eagerly in Buddhist festivals and rituals and be respectful to other religions and their festivals and rituals. They will practice coexistence and tolerance towards festivals and rituals of other religions. The students will maintain unity, harmony, cordiality and peaceful coexistence with all.

Scope of GCED Integration

In GCED integrated competencies of Buddhism and Moral Studies, individual students have to acquire the knowledge of human, nature and life world and their relationship to Buddha. They will know about the Buddha's advices and stories of Jatakas. The students will have knowledge about demonstrating love towards human, nature and life world through inspiration from the stories of Buddha's advices and Jataka. They will know the necessity of kindness towards nature and the lifeworld and the importance of preserving them.

For the attainable competency of grade 2 (2.1 Knowing the biographies and sermons of some great modest, religious figures being inspired by their ideals and being able to practice them.), we have interpreted that the competency would encourage students to identify specific ideals from the sermons and brainstorm ways to put them into practice in their communities and as global citizens. To attain this competency, we have recommended that the students should analyze excerpts from sermons or teachings of different religious figures, focusing on themes of social justice, peacemaking, and care for the marginalized; and then they would discuss how the messages in these sermons can be applied to address contemporary global challenges like poverty, environmental degradation, and conflict.

Another example for the competency of grade 5 (3.3 To be able to practice transparency and family and social life by knowing the benefits of practicing Kushla (good) Karma and avoiding Akushal (bad) Karma.), we have described that it would help students how to follow a code of conduct based on good karma principles contributes to a more responsible and trustworthy global community. To achieve this competency, the students would research existing codes of conduct or ethics guidelines for different organizations (e.g., NGOs and businesses). Based on their research and the concept of good karma (positive actions), students would collaboratively develop a "Global Citizen's Code of Conduct" emphasizing transparency, honesty, and positive actions in social interactions.

Christianity and Moral Studies

The detailed curriculum on Christian Religion 2021 for the primary level of Bangladesh has been developed with a view to making the students' affective domain so that they can cherish the humanistic and cultural, local, and global values. Primarily, some of the main objectives of teaching the Christian Religion level are- to lay the foundation to help learners develop an awareness of important local and global issues including intercultural understanding and communication, sustainable development, gender equity and climate change through meaningful practices.

The curriculum on Christian Religion 2021 also emphasizes local and global citizenship skills; creating a competent workforce to participate and contribute to the ongoing and future development initiatives to meet the targets of the SDG 4, and GCED; Vision 2041 and the 4th industrial revolution.

The Christian Religion curriculum 2021 has 34 attainable competencies from grade 1 to grade 5. The Grade 1 contains 08 attainable competencies; Grade 2 contains 08 attainable competencies; Grade 3 contains 08 attainable competencies; Grade 4 contains attainable competencies 07 attainable competencies, and Grade 5 contains attainable competencies 08 respectively. Among them, 14 attainable competencies are directly aligned with GCED. These reflect most of the domains of GCED themes and topics.

The detailed curriculum of the Christian Religion is focused well with the SDGs 4 and GCED curriculum. Following the spirit of Sustainable Development Goal 4, this curriculum emphasizes the need to ensure quality teaching-learning of the Christian Religion through collaborative, critical, and creative language practice opportunities in and outside the classroom.

Inclusiveness, one of the important agendas of SDG 4, has also been focused in this curriculum on Christian Religion teaching-learning by incorporating appropriate instructional materials and pedagogic approaches for all children, including children with diverse socioeconomic backgrounds and children with special needs.

Scope of GCED Integration

The GCED integrated attainable competencies in the Christian Religion curriculum of Bangladesh is designed to develop the primary level students as citizens of the local as well as the global perspective. The students will be able to learn social manners and etiquettes, to be aware of the rights and responsibilities in family, society and community. Besides, being a patriot, the students will be able to inquire about the rich history of one's religion, its culture, customs, and rituals. The students will also come to know about the cultures of different peoples, societies and ethnic groups and religions; they will be respectful to different languages, foods, dresses, music, dances, rituals and festivals of different social, religious and cultural communities both in the local and global context.

For example, the competency of Grade 4 (1.1 Being able to live a moral life in obedience to God by understanding the meaning of God's Ten Commandments.), we have interpreted that it would encourage students to see how living a moral life translates to responsible global citizenship. Upholding ethical principles contributes to a more just and peaceful world order. We recommended that teachers show students instances of real-world scenarios that raise moral dilemmas related to different commandments (e.g., environmental pollution impacting communities - honoring God's creation, stealing intellectual property - honoring others' possessions). Research how different cultures and religions address these dilemmas. Then, discuss how the underlying principles of the Ten Commandments can be applied in a global context.

Another example of the competency of grade grade 5 (3.1 To be able to behave tolerantly by gaining clear knowledge about tolerance towards others' views.), we explained that the competency would encourage students to use technology to advocate for tolerance and promote a more inclusive global community. To attain this competency, we suggested that students should research successful social media campaigns promoting tolerance and respect for diversity. They then develop a social media campaign message focused on a specific issue related to tolerance in a global context (e.g., cyberbullying, discrimination). Students launch their campaigns on a chosen platform, utilizing creative visuals and engaging language.

Physical and Mental Health Education

In the primary curriculum of Bangladesh, Physical and Mental health education integrates the cross-cutting themes and topics of different subjects in higher education like physical education, mental health and wellbeing, scouting etc. There is no textbook for this subject at the primary level; instead, a set of instructions and activities is described in the teachers' guide.

In physical and mental health, there are 28 out of 94 attainable competencies from grade one to grade five that are directly aligned with GCED themes and topics. In grade one, 4; in grade two, 6; in grade three, 6; in grade four, 6; and in grade five, 6 competencies are complied with the three learning domains of GCED.

They will have to maintain friendly relationships with all, irrespective of gender or special needs children, in the classroom and playground. They will be encouraged to be patriotic by participating in different national programs. They will be cooperative towards classmates with special needs in the playground. The students will avoid gender-biased attitudes in family and school. They will be aroused with patriotism and the spirit of the liberation war in the national programs. They will work together with friends with special needs.

In GCED integrated physical and mental health competencies, students will participate in cub scouting and attain sportsmanship in sports competitions. They will show a sense of discipline and respect for others in sports programs and cooperate in arranging sports competitions and achieve leadership qualities through organizing the events. The students will form and lead a group in Cub-scouting and perform as volunteers in the digester.

Scope of GCED Integration

In GCED, the integrated competencies of physical and mental health, individual students have to acquire the knowledge of first aid and primary healthcare. They will have to know indoor and outdoor play. They will also understand how COVID-19 pandemics and other infectious diseases spread and the preventive measures they can take to prevent them. The students will have to know about techniques with instruments and non-instrumental sports. They will have to know the rules of games. In GCED integrated physical and mental health competencies, students are encouraged to become active in different interesting Indigenous sports. The students will show respect to the opposite gender. They will show respect to special needs children. They will show respect to the opposite sex and special needs children in an inclusive manner in different contexts and environments. The students will show ethical responsibility to others in sports events and scouting. They will show responsibility to others as volunteers in digester situations. They will also show responsibility while working together other than sports events and scouting.

For the attainable competency of grade 3 (1.5 Being self-aware by knowing how to prevent various infectious diseases, including the global COVID-19 pandemic.), we have interpreted that the competency emphasizes the importance of preventative measures and individual responsibility for protecting oneself and others globally. To attain GCED, we have recommended that teachers simulate a scientific experiment where students visualize how germs spread. This can involve sprinkling glitter on one student and observing how it transfers to others. Discuss the importance of hygiene practices like handwashing.

Another example is the competency of grade 4 (5.4 Being able to participate in cub scouting knowing the importance of cub scouting.), we have interpreted that the competency would help acknowledge and celebrate any efforts by the Cub Scouts that embody the values of global citizenship. And, to attain GCED, we have suggested that students would organize a Cub Scout project that addresses a global issue, such as planting trees to combat climate change or organizing a donation drive for underprivileged children in another country.

Art Education

In the primary curriculum of Bangladesh, art education integrates the themes and topics of different individual subjects in higher education, arts and crafts, music, dance, and drama. At the primary level, art education has no book for students. Instead, there is a teacher's guide.

In art education, there are 20 attainable competencies from grade one to grade five. From grade one to grade five 2, competencies are directly complied with the three learning domains of GCED. Even though we have found some themes and topics that can be added as learning outcomes followed by related activities.

In GCED, the integrated competencies of art education, individual students have to acquire knowledge through keen observation of nearby natural and social environments, festivals, rituals, and traditions and also by listening to the history of the liberation war of Bangladesh. They will learn how to express different mediums of art with one or more materials of indigenous culture. The students will understand the importance of expressing different mediums of art that show respect to the nation, motherland, history, and tradition.

In GCED integrated art education competencies, students are encouraged to respect different mediums of art about color, form, tone, rhythms, etc., of social and natural objects. They will appreciate different ethnic cultures and participate in their festivals and express their experiences in art forms. They will honor the world's renowned cultural personalities and express their works in a child-friendly manner.

In GCED integrated competencies regarding art education, students will express different mediums of art, knowing about the sense of discipline and humanity and mutual respect. They will build good relationships with family members and neighbors and express and perform it in art forms. The students will show a sense of discipline and participative behavior in arts and crafts. They will use technology in art with ease and attain qualities of leadership through art.

Scope of GCED Integration

The students will be respectful to communities of people where they belong to each other and are connected in the production of expressive and performing arts. They will show how different communities belong to nature and how they are connected to the color, form, tone, rhythm, and beauty of nature. They will show in art forms how experiences of local and world cultures are connected to each other. The students will show ethical responsibility in both expressive and performing arts, both individually and collectively. They will show ethical responsibility in building relations with family members and neighbors and reflect it in expressive arts. They will show social responsibility and humanity in practicing different mediums of art and be engaged individually and collectively in making arts and crafts. They will also show ethical responsibility in using technology in art and try to lead the production of art and craft.

For the attainable competency of grade 2 (4.1 Being able to relate to family and neighbors and express respect for each other through artistic practice.), we have interpreted that the activities encourage students to explore the concept of family and neighbors within a global context. To attain GCED, students are encouraged to brainstorm ideas for small, upcycled gifts they can create for their neighbors. Then, they will design and decorate these gifts using recycled materials, adding a personal artistic touch.

For another attainable competency of grade 5 (2.1 To be able to express children's work with respect to significant figures of world culture.), we have interpreted that it encourages students to learn about and appreciate significant figures of world culture while expressing their own creativity and appreciation with the view of global citizenship. To attain GCED in this competency, students would research and choose a significant figure who has made a positive impact on a specific aspect of culture (e.g., music, literature, visual arts). Discuss how this person's work has enriched our lives or understanding of the world.

BTPT Training and Primary Teacher Training Curriculum (PTTC)

BTPT Training

BTPT (Basic Training for Primary Teachers) Training is a basic training course for primary teachers in Bangladesh. The training course is newly revised from its previous education mode to new training mode. The course is now 10 months long, which includes four months in the Primary Teachers' Training Institute (PTI), two months in the training school attached to the PTI, and another four months in the internship period in the schools. The course has both theory and practice. It contains 4 major modules as Learning Pillars, that is, Development of Professional Competence, Students' Development, School Development, and Professionalism and Commitment. These modules are divided into 19 sub-modules. Each module has 1 resource book. All the sub-modules have 232 activity-based sessions. The sessions are mainly on teaching-learning methods, strategies, assessments, classroom management, student development, school development, and teachers' professionalism as well as professional development, etc.
In Revised BTPT training, GCED concepts as learners' attributes are integrated consciously in training module 2, which consists of 3 sub-modules. They are 1. Child Development, 2. Pre-primary Education and 3. Student Developments. The GCED concepts as 9 learners 'attributes and 9 GCED topic areas are integrated throughout the activities of the sub-modules. Eight learners 'attributes and GCED topic areas among the nine are covered in the modules. They are 1. Know about local, national, and global issues, governance systems, and structures 2. Understand the interdependence and connections of global and local concerns 3. Develop skills for critical inquiry and analysis 4. Cultivate and manage identities, relationships, and feelings of belongingness 5. Share values and responsibilities based on human rights 6. Develop attitudes to appreciate and respect differences and diversity 7. Enact appropriate skills, values, beliefs, and attitudes 8. Demonstrate personal and social responsibility for a peaceful and sustainable

world. These 8 GCED concepts of learners 'attributes and GCED topics are covered directly and partially in revised BTPT Training. However, in Module-2, Sub-module-3, and Session-8, the GCED concept is directly used as a session topic to give teachers a brief outline of Global Citizenship Education (GCED). One concept of learners 'attributes and GCED topics area is needed to integrate in revised BTPT Training.

Scope of GCED Integration into Learning Outcomes

In the BTPT training curriculum, GCED concepts and topics are integrated into many sub-modules under each of the four learning pillars. However, we have considered that 18 out of 34 learning areas and learning outcomes can be directly integrated with the GCED themes, concepts and topics.

An example, we have interpreted Learning Outcome no. 1 (Be able to explain the structure of the primary education system) under the Learning Pillar: Development of Professional Competence, we have interpreted that this statement will relate teachers to identify explicit and implicit reference to global citizenship concepts and values in Primary Education System and discuss how different subjects can contribute to global citizenship education. To attain this competence, we have further recommended that instructors divide teachers into groups based on their subject areas. Then he/she would ask groups to develop a framework for integrating global citizenship into their specific subjects. Teachers will share and discuss the frameworks as a whole group. They will help identify common themes and challenges.

Another example, we have interpreted Learning Outcome no. 4 (Practicing strategies to develop student's basic skills and practical and social skills) under the Learning Pillar: Students' Development; we have integrated that this would encourage teachers to understand the importance of basic, practical, and social skills in global citizenship education. It would develop strategies for incorporating these skills in implementing the curriculum. And it would also equip teachers with practical tools for assessing and developing these skills. For the attainment of this competency, we have recommended that teachers conduct hands-on activities that focus on developing practical skills (e.g., problem-solving, critical thinking, decision-making) and discuss how to make these activities relevant to global citizenship.

Finally, the BTPT Training Sessions will always refer to the Primary Curriculum for examples and activities related to attainable competencies that are directly or indirectly integrated into global citizenship education.

Table 6.1: GCED Integrated Attainable Competencies and Scope of GCED Integration in Primary Curriculum

Serial No.	Subject	Total number of Attainable Competencies from Grades 1-5	Scope of GCED Integration for Attainable Competencies and teaching-learning Activities	Percentage (%)
1	Bangla Language	124	31	25
2	English Language	113	30	26.54
3	Mathematics	86	27	31.39
4	Primary Science	62	25	40.32
5	Social Science	89	47	52.80
6	Islam and Moral Studies	43	21	48.83
7	Hinduism and Moral Studies	20	10	50
8	Christianity and Moral Studies	34	14	41.17
9	Buddhism and Moral Studies	41	18	43.90

10	Physical and Mental Health Education	94	28	29.78
11	Art Education	20	10	50
	Total	726	261	36

Table 6.2: GCED Integrated Learning Outcomes and Scope of GCED Integration in Primary Teacher Training Curriculum

Serial No.	Learning Pillars	Total Learning Outcomes	Scope of GCED Integration for Learning Outcomes and Teacher Training Activities	Percentage (%)
1	Development of Professional Competence	17	9	52.94
2	Students' Development	5	2	40
3	School Development	5	3	60
4	Professionalism and Commitment	7	4	57.14
	Total	34	18	53

অধিবেশন-৬	শিখন শেখানো কার্যক্রমে বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তকরণ

শিখনফল: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা (GCED) বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যালয় পর্যায়ে শিখন শেখানো কার্যক্রমে GCED-এর বিষয়সমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
২. বিদ্যালয় পর্যায়ের শিখন শেখানো কার্যক্রমে GCED এর চিহ্নিত বিষয়সমূহের আলোকে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা
পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলীয় কাজ, প্লেনারী, মার্কেট প্লেসিং।
উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা, পোস্টার পেপার, পিপিটি, মার্কার।

অংশ-ক	শিখন শেখানো কার্যক্রমে GCED এর বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তকরণ	সময়- ৪৫ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু করুন।
২. প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট জানতে চান GCED-এর অন্তর্ভূক্ত বিষয় সমূহ কী কী? ৪র্থ এবং ৫ম অধিবেশনের আলোচিত GCED এর বিষয়সমূহের আলোকে আলোচনা করুন।
৩. প্রশিক্ষণার্থীদের চিন্তা করার জন্য কিছুটা সময় দিন। কয়েকজনের কাছ থেকে মতামত শুনুন।
৪. প্রশিক্ষণার্থীদের ৫ম অধিবেশনের দল ঠিক রেখে প্রতিটি দলকে ১টি করে বিষয় নির্ধারণ করে দিন।
৫. প্রতি দলে পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা, পোস্টার পেপার, মার্কার সহ সকল উপকরণ সরবরাহ করুন।
৬. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটি বিষয়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে GCED এর কীভাবে অন্তর্ভূক্ত করা যায় তা চিহ্নিত করতে বলুন।
৭. দলগত কাজ চলাকালীন সব দলের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখুন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন।
৮. দলে কাজ শেষে প্রতি দলীয় কাজ উপস্থাপণের সময় দিন, প্রয়োজনীয় প্রশ্নোত্তর মাধ্যমে এবং **সহায়ক তথ্য (অংশ ক)** সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ-খ	বিদ্যালয় পর্যায়ের শিখন শেখানো কার্যক্রমে GCED	সময়- ৪০ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের একই দলে চিহ্নিত বিষয়বস্তু জন্য একটি পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন।
২. মার্কেট প্লেসিং এর মাধ্যমে প্রতি দলের পোস্টার প্রদর্শণী দেখুন।

অংশ-গ	সার-সংক্ষেপ এবং সমাপ্তি	সময়- ০৫ মিনিট

কয়েকজনকে অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

- প্রশিক্ষণার্থীগণকে বলুন যে, এই অধিবেশনে তৈরিকৃত পাঠ পরিকল্পনা পরবর্তী অধিবেশন উপস্থাপনা করতে হবে।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-৬: শিখন শেখানো কার্যক্রমে বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্তকরণ

বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা (গ্লোবাল সিটিজেনশিপ এডুকেশন বা GCED) এর বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে বিশ্ব নাগরিকত্বত্বের মূল্যবোধ, সচেতনতা ও নৈতিক দায়িত্ব গড়ে তোলা যায়। জিসিইডি -এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ, যেমন: শান্তি, মানবাধিকার, পরিবেশ, সামাজিক ন্যায়বিচার, বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বিশ্ব দায়িত্ববোধ – এগুলোকে শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষাক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এখানে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমের কোন কোন বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তা বিশদভাবে আলোচনা করা হলো।

১. মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার

বিষয়: বাংলা এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

বিষয়বস্তু: বাংলা সাহিত্য ও গল্পে এমন বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যা মানবাধিকার, সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের গুরুত্ব তুলে ধরে। উদাহরণস্বরূপ, গল্প বা ছড়ার মাধ্যমে সবার সমান অধিকার, সাম্য, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, এবং শিক্ষার গুরুত্ব বোঝানো যেতে পারে।

এছাড়া, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানবাধিকার, সহমর্মিতা, সমবেদনা, এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের শিক্ষা দেওয়া। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষায় বিভিন্ন ধর্মীয় ঘটনাবলী, দৃষ্টান্ত ও মহৎ ব্যক্তিত্বের জীবনী এর মাধ্যমে এ ধারনা সংযোজন করা যেতে পারে।

২. শান্তি ও অহিংসতা

বিষয়: বাংলা এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়

শান্তির গুরুত্ব এবং সংঘর্ষ থেকে দূরে থাকার গুরুত্ব নিয়ে গল্প বা কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা, যেখানে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান পাঠ্যপুস্তকে সংযোজন করা। এছাড়া

সমাজের ভেতরে ও বাইরে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গুরুত্ব বোঝানো এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা কিভাবে সমাজে সৌহার্দ্য সৃষ্টি করতে পারে তা পাঠ্যপুস্তকে সংযোজন করা।

৩. পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন

বিষয়: প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়

পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, এবং টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তকে সংযোজন করা। উদাহরণস্বরূপ, বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি।

এছাড়া, পরিবেশের প্রতি দায়িত্ববোধ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং কীভাবে তা মানুষের জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলে এ সংক্রন্ত আলোচনা পাঠ্যপুস্তকে সংযোজন করা।

৪. বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা

বিষয়: বাংলা এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়

বিষয়বস্তু: গল্প বা কবিতার মাধ্যমে বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের গুরুত্ব বোঝানো। এমন গল্প অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যেখানে বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্মের মানুষের একত্রে থাকা এবং একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা যার উদ্দেশ্য বৈচিত্র্যের মাধ্যমে সমাজের সৌন্দর্য ও শক্তি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে বোঝানো।

৫. বিশ্ব নাগরিকত্ব ও বিশ্ব দাযত্ববোধ

বিষয়: প্রাথমিক বিজ্ঞান

বিষয়বস্তু: পরিবেশ ও সামাজিক দায়িত্ববোধ নিয়ে সহজ ভাষায় আলোচনা, যেমন গাছ লাগানো, দূষণ কমানো, এবং পরিবেশ বান্ধব পণ্য ব্যবহারের গুরুত্ব বোঝানো।

বিশ্ব নাগরিকত্ব হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব ও বিশ্ব সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা। যেমন- কীভাবে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের সমস্যাগুলি আমাদের সমাজেও প্রভাব ফেলে, তা বোঝানো।
বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থার এই পরিবর্তন খুবই যুগোপযোগী পদক্ষেপ। বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা সকল শ্রেণির সকল বিষয়ের পাঠ্যক্রমের সাথেই সংযুক্ত করা অনস্বীকার্য। জিইসিডি বিষয়গুলি একাধিক বিষয়ে ক্রসকাটিং হিসেবে দেয়া যেতে পারে। এখানে, একটি নমুনা দেখানো হলো।

GCED এর বিষয়বস্তু	প্রাথমিক পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তকৃত বিষয়াবলি
মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার	বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়
টেকসই উন্নয়ন	প্রাথমিক বিজ্ঞান
শান্তি বিনির্মান	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, বাংলা, ইংরেজি
সহমর্মিতা	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, বাংলা, ইংরেজি
বিভিন্ন সাংস্কৃতিক রীতিনীতি এবং বৈচিত্র্যকে সম্মান করা	বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, বাংলা, ইংরেজি
সমস্যা সমাধান দক্ষতা	প্রাথমিক গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান
সুক্ষ্মচিন্তন দক্ষতা	প্রাথমিক গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান
সহনশীলতা	বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়
যোগাযোগ	বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়
একীভূত	বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়
পরিবেশ সংরক্ষণ	প্রাথমিক বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়
জলবায়ু পরিবর্তন	প্রাথমিক বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়
বর্জ্য সীমিতকরণ	প্রাথমিক বিজ্ঞান

বিদ্যালয় পর্যায়ের শিখন শেখানো কার্যক্রমে GCED এর বিষয়সমূহ প্রয়োগ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য গ্লোবাল সিটিজেনশিপ এডুকেশন বা GCED এর বিষয়াবলী প্রয়োগে কিছু উপযোগী কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে যা তাদেরকে বিশ্ব নাগরিকত্ব হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এখানে শিশুদের উপযোগী কয়েকটি কার্যক্রম উল্লেখ করা হলো:

১. গল্প শোনানো ও গল্প বলার কার্যক্রম: শিশুদের উপযোগী সহজ ভাষায় রূপকথা, বিশ্ব বরেন্য ব্যক্তিবৃন্দের জীবনী এবং বিভিন্ন ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কিত গল্প শোনানো যেতে পারে। এটি শিশুদের মধ্যে মানবতা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতার গুণাবলী গড়ে তুলতে সহায়ক।

উদাহরণ: বিভিন্ন দিবস (যেমন: পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নাবী উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান বা যীশু খ্রিষ্টের জন্মদিন) পালন।

২. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতি নিয়ে পরিচিতি: শিশুদের বিভিন্ন দেশের পোশাক, খাবার, উৎসব এবং ভাষা সম্পর্কে ছবি ও ছোট্ট ভিডিওর মাধ্যমে পরিচিত করা। এর মাধ্যমে তারা বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখে।

উদাহরণ: "ভিন্নতাই একতা" নামে ছোট অনুষ্ঠান বা আলোচনা সভা আয়োজন করা যেতে পারে যেখানে শিক্ষার্থীরা একে অপরের বৈচিত্র্য সম্পর্কে জানতে ও শিখতে পারে। এ সময় দেশী বিদেশী চলচিত্র প্রদর্শনী ও ছোট ভিডিও প্রদর্শনী করা যেতে পারে।

৩. সামাজিক দায়িত্ববোধ শিখতে ছোট ছোট কাজ: শিশুদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ বাড়ানোর জন্য ছোট ছোট দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

উদাহরণ: বিদ্যালয় পর্যায়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পালন। সপ্তাহে এক দিন (বৃহস্পতিবার) এ কার্যক্রম করা যেতে পারে।

৪. প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা: শিশুদের প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরিবেশ-বান্ধব কাজ শিখানো যেতে পারে। শিশুদের জন্য উপযোগী কিছু কার্টুন বা সহজ ভিডিও দেখিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব ও বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব বোঝানো যেতে পারে।

উদাহরণ: ছোট্ট বাগান তৈরি করা, গাছ লাগানো (সাধারণত, জুনের প্রাথম সপ্তাহে বৃক্ষরোপণ দিবস পালন করা হয়)

৫. সহানুভূতি ও সহমর্মিতা শেখানোর কার্যক্রম: বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের প্রতি সদয় হওয়া, পরস্পরের কথা শুনা ও সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন রোল-প্লে বা ছোট নাটকের আয়োজন করা যেতে পারে।

উদাহরণ: বার্ষিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে এ ধরণের আয়োজন করা যেতে পারে।

৬. শান্তি ও বন্ধুত্বের শিক্ষা: শিশুদের মধ্যে সহাবস্থান ও বন্ধুত্বের মানসিকতা গড়ে তুলতে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করা যেতে পারে। এতে তারা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মানের গুরুত্ব বুঝতে পারে।

উদাহরণ: শিক্ষার্থীদের টিফিন শেয়ার করা শেখানো।

৭. চিত্রাঙ্কন ও চারুকারুর মাধ্যমে: শিশুদেরকে চিত্রাঙ্কন বা হাতের কাজ করতে দিয়ে যেমন- একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব, একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। এ ধরনের বিষয়ে গুলোতে কাজ করতে দেয়া। এটি তাদের সৃজনশীলতাকে উজ্জীবিত করে এবং শিক্ষণকে আনন্দদায়ক করে তোলে।

উদাহরণ: শিক্ষার্থীরা নিজেরাই তাদের শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ তৈরি করতে পারে।

৮. গান, কবিতা ও ছড়ার মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষা: শিশুদের জন্য সহজ ও আকর্ষণীয় ভাষায় তৈরি বিভিন্ন গান ও কবিতা শেখানো যেতে পারে, আবার তাদের নিজ থেকে কবিতা, ছড়া, গল্প লিখতে বলা যেতে পারে। যা তাদের মধ্যে মানবিকতা ও বিশ্ব নাগরিকত্বত্বের ধারণা গড়ে তুলতে সহায়ক।

উদাহরণ: দেয়াল পত্রিকা বা বার্ষিক ম্যাগাজিন এ শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত শিরোনামে কাজ করানো যেতে পারে।

৯. খেলাধুলা ও দলীয় কার্যক্রম: খেলাধুলার মাধ্যমে দলগত চেতনা, নিয়মানুবর্তিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ শিক্ষা প্রদান করা যেতে পারে। এতে শিশুদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও একতার মানসিকতা গড়ে ওঠে, তারা দলগতভাবে কাজ করতে ও সহযোগিতা করতে শিখে।

উদাহরণ: বিভিন্ন পর্যায়ে খেলাধূলার আয়োজন। যেমন: জাতীয় পর্যায়ে ফুটবল টুর্নামেন্ট এর আয়োজন।

১০. পুনর্ব্যবহারযোগ্য পণ্য ব্যবহারের শিক্ষা: শিশুদেরকে বোঝানো যেতে পারে কীভাবে পুনর্ব্যবহারযোগ্য পণ্য ব্যবহার করে পরিবেশ রক্ষা করা যায়, এবং কেন প্লাস্টিকের মত জিনিস ব্যবহার কমাতে হবে। এছাড়া, ফেলে দেওয়া বা অপ্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে কারুকলার কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সম্পদের পূণব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

উদাহরণ: শিক্ষার্থীরা পুরনো অপ্রয়োজনীয় কাগজ দিয়ে মন্ড তৈরী করে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ তৈরী করতে পারে।

১১. ডিজিটাল শিক্ষার প্রয়োগ: ইন্টারনেট বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বিশ্ব ইস্যু নিয়ে গবেষণা ও শেখার সুযোগ তৈরি করা। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অনলাইন রিসোর্স ব্যবহার করে বিশ্ব সমস্যা এবং সমাধান সম্পর্কে জানানোর সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে।

উদাহরণ: শিক্ষকবৃন্দ জুম, গুগল ক্লাসরুম এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের বিদ্যালয় কার্ক্রমের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হতে পারে। পরবর্তীতে, শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ সংক্রান্ত আলোচনার আয়োজন করা যেতে পারে। প্রয়োজনে, শিক্ষার্থীদেরও সরাসরি সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

১২. বিশ্ব নাগরিকত্**তা দিবস পালন:** এই দিবসটি পালন করে বিশ্ব নাগরিকত্ব হিসেবে দায়িত্ব ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা। এ দিবস টিকে কেন্দ্র করে ক্লাসে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশ্ব ইস্যু যেমন- জলবায়ু পরিবর্তন, মানবাধিকার, দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা অধিকার, লিঙ্গ সমতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

উদাহরণ: বিশ্ব নাগরিকত্বতা দিবসে স্টুডেন্ট কাউন্সিল এর কার্যক্রম করা যেতে পারে।

১৩.সেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন: স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন দূর্যোগে শিক্ষার্থীরা আর্ত মানবতার সেবায় কাজ করতে পারে। কাব স্কাউট এর দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ একাজে নেতৃত্ব প্রদান করতে পারে।

উদাহরণ: বন্যার সময় শিক্ষার্থীরা ত্রান সংগ্রহ ও ত্রাণ সরবরাহ এর কাজ করতে পারে।

এছাড়াও আরো নানা ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়েই বিশ্ব নাগরিকত্বত্বের মৌলিক ধারণাগুলি গড়ে তোলা সম্ভব, যা তাদের পরবর্তী জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি করবে। এভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে GCED-এর বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করলে শিশুদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই বিশ্ব চেতনা, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এতে তারা ভবিষ্যতে দায়িত্বশীল ও সচেতন বিশ্ব নাগরিকত্ব হয়ে গড়ে উঠবে। এক্ষেত্রে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুদান সহ প্রয়োজন শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ।

অধিবেশন-৭	মাইক্রো টিচিং

শিখনফল: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. GCED- এর মূলবিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে বিষয়ভিত্তিক মাইক্রো-টিচিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
উপকরণ: পোস্টার পেপার, পিপিটি, সংশ্লিষ্ট ছবি, এ্যাকটিভিটি কার্ড, বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট বাস্তব উপকরণ।
পদ্ধতি ও কৌশল: লটারি, দলগত কাজ, উপস্থাপন, আলোচনা,শিক্ষক সহায়িকা।

অংশ-ক	মাইক্রো টিচিং	সময়- ৮০ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীগণকে তাদের তৈরিকৃত পাঠ পরিকল্পনা নিয়ে যথাযথ প্রস্তুতি নিতে বলুন। এই কাজের জন্য ১০মিনিট সময় দিন। ৫টি দলের জন্য ৫জনকে পর্যবেক্ষক এর দায়িত্ব প্রদান করুন।
২. প্রস্তুতি শেষ হলে পর্যায়ক্রমে দলগত কাজ উপস্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন।
৩. প্রতিদলের উপস্থাপনের সময় সবাই যেন মনোযোগ সহকারে দলগতকাজ পর্যবেক্ষণ করে তা নিশ্চিত করবেন।
৪. প্রতিদলের দলগতকাজ উপস্থাপনের পর কারো কোন মতামত থাকলে তা উপস্থাপনের সুযোগ দিবেন। কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকলে তা স্পষ্ট করে দিবেন এবং প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন।

অংশ-খ	সার-সংক্ষেপণ ও সমাপ্তি	সময়- ১০ মিনিট

- সকলদলের উপস্থাপন শেষ হলে আজকের অধিবেশনের সার-সংক্ষেপ করবেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-৭: মাইক্রো টিচিং

এনসিটিবি এর ওয়েবসাইটের শিক্ষক সহায়িকার লিংক:

https://nctb.portal.gov.bd/site/page/d1211259-9118-48ed-868e-0cb7bca1acb2

অধিবেশন-৮	মুক্ত আলোচনা এবং সমাপনী

শিখনফলঃ এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. সমাপনী অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

কৌশল: প্রশ্নোত্তর অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রদর্শন, আলোচনা।

অংশ-ক	মুক্ত আলোচনা	সময়- ৪৫ মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের সমাপনী কার্যক্রম শুরু করবেন।
২. ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন কিংবা জানার থাকলে প্রশ্ন করতে উৎসাহ প্রদান করবেন।
৩. এই প্রশিক্ষণের কি শিখলেন তা বলতে বলুন।
৪. প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তাঁদের মতামত জানার জন্যে তাঁদের পক্ষ থেকে কয়েকজনকে অনুভূতি ব্যক্ত করতে বলবেন।

অংশ-খ	সার-সংক্ষেপকরণ এবং সমাপ্তি	সময়- ১০ মিনিট

১. সমাপনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিগণকে স্বাগত জানাবেন। তারপর একে একে সকলকে বক্তব্য উপস্থাপনে আমন্ত্রণ জানাবেন।
২. সবশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

রেফারেন্স

১. https://nctb.portal.gov.bd/site/page/d1211259-9118-48ed-868e-0cb7bca1acb2

২. https://www.unesco.org/en/global-citizenship-peace-education/need-know

৩. https://www.unescoapceiu.org/?ckattempt=2

৪. https://nctb.portal.gov.bd/site/page/d1211259-9118-48ed-868e-0cb7bca1acb2

Contributors:

1. Muhammed Kabir Uddin, Additional Divisional Commissioner, Rajshahi
2. Md Emamul Islam, Director Training (C.C), DPE
3. Dr. Dilruba Sultana, Senior Faculty Member, Institute of Education and Development (IED), BRAC. University.
4. Mst. Jahanara Khatun, Head Teacher, Tebunia Government Primary School, Pabna Sadar, Pabna.
5. Mr. Nazmul Haque Specialist, NCTB,
6. Mr. Kamruzzaman, Superintendent, PTI-Dhaka
7. Litan Das, Education Officer, DPE
8. Nishat Jahan Joyti, Research Officer, DPE
9. Rafez Alam, Asst. Specialist, NAPE
10. Mohammad Khaled Shafiullah Javed, AUEO, Hijla, Barishal
11. Shahnaz Shimla, HT, Paradogar GPS, Demra, Dhaka
12. Sifatunnessa, Purba Bairag GPS, Anowara, Chattogram
13. Md. Lutfor Rahman, Asst. Teacher, Sher-e-Bangla GPS, Mirpur, Dhaka
14. Razia Sultana, Asst. Teacher, Paikpara GPS, Mirpur, Dhaka
15. Sadia Afrin Esha, Asst. Teacher, Khokon GPS, Sutrapur, Dhaka
16. Israt Jahan, Wakup GPS, Mirpur-1
17. Shampa Rahman, Harinal GPS, Gazipur Sadar
18. Parveen Sultana Penu, Head Teacher Lalbagh-2 GPS, Lalbagh Dhaka.
19. Rakiba akhter, Asst. Teacher, Moulovibazar, PTI Experiment School.
20. Riaz Parvej, Head Teacher, Gendaria Mohila Somiti GPS, Sutrapur, Dhaka
21. Alam Nashra, Asst. Teacher, Sadar, Kishoregonj
22. Md. Mustafizur Rahman, Asst. Teacher, PTI Experimental School, Mymensing
23. Shahnaj Parven, Asst. Teacher, Sadar Model GPS, Sherpur, Bogra
24. Ayesha, Asst. Teacher, Kamol Nagar, Luxmipur
25. Shahadat Hossain Shakil, Head Teacher, R & H Shaheed Smriti GPS, Mirpur, Dhaka
26. Shafikunnessa, HT, Pallabi GPS, Dhaka
27. Fatema Tuj Johra, HT, Ghosh Kanda GPS, Keraniganj, Dhaka
28. Lutfar Rahman, Asst. Teacher, Uttar Para Bogula GPS, Haimchar, Chandpur
29. Prottusha Barman, Asst. Teacher, Lala Sarai Model GPS, Cantonment, Dhaka
30. Devzani Datta, Asst. Teacher, Abul Bashar GPS, Mohammadpur, Dhaka
31. Sharmin Fatema, Asst. Teacher, Dilal pur GPS, Muradnagar, Cumilla.
32. Sanjib Kumar Barman, Asst. Teacher, Banshata GPS, Sagata, Gaibandha.
33. Rina Rani Saha, HT, Gendaria Girls GPS, Sutrapur, Dhaka
34. Shayla Rahman, Asst. Teacher, Jagatmohon GPS, Lalbag, Dhaka
35. Khaleda Akter, Asst. Teacher, Hazi Ibrahim GPS, Lalbag, Dhaka
36. Nigar Sultana, Asst. Teacher, Armanitola GPS, Kotowali
37. Wahiduzzaman Robi, Instructor, Pabna, PTI
38. Shobnam Mustaree Aftab, Education Officer, DPE
39. Khan Md. Kamrujjaman Maruf, Instructor, Magura PTI
40. Md Roni, Instructor, Manikgonj PTI
41. Md Afzal Hossain, Instructor, Shariatpur PTI
42. Shahnaj Parven, Instructor, PTI Dhaka
43. Nusrat Jahan Lia, Instructor, PTI Dhaka

Global Citizenship Education (GCEd) Training Guidelines

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ